ছন্দ-চতুর্দ্দশী

মোহিতলাল মজুমদার



জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড
১১৯ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক : শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস, এম-এ
জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ
১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ
আশ্বিন, ১৩৫৮
দুই টাকা

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেডের
মুদ্রণ বিভাগে [অবিনাশ প্রেস—১১৯ ধর্মতলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা] শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস এম-এ কর্তৃক মুদ্রিত

কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন

স্মরণে

হে দেবেন্দ্র, কি সুন্দর তোমার সনেট—
কাব্যলক্ষ্মী সাজে যেন বাসন্তী দুকূলে!
মদন-মোহিনী যেন প্রদানিল ভেট,
গোলাপের স্বপ্ন যেন হেমন্ত-মুকুলে!
একবাটী পূর্ণ যেন নারিঙ্গীর রস!
কবিতা-বিহগী যেন বসে ক্ষুদ্র ফুলে—
নুয়ে পড়ে বৃন্ত তার বেদনা-বিবশ!
গোলাপী আতর যেন!—একরাশ চুলে
এক ফোঁটা করি' দেয় সুরভি-মধুর!
দখিনা-বাতাসে রাখি বাতায়ন খুলে'—
তবুও তেমনি বাস অলকে ধুর,
সারারাত্রি বিছানায় গন্ধ ভুর্-ভুর্!
বঙ্গ-কবিভারতীর সিত-সিঁথিমূল
সনেট-সিন্দুরে কবি করেছ অতুল!

সূচী

১

২

৩

৪

ছন্দ-চতুর্দ্দশী



পয়ার

মঞ্জীর খুলিয়া রাখ, অয়ি ভাষা ছন্দ-বিলাসিনী!
কত কাল নৃত্য করি' ভুলাইবে মধুমত্ত জনে—
দোলাইয়া ফুলতনু, ভুরু-ধনু বাঁকায়ে সঘনে,
চপল-চরণ-ভঙ্গে মজাইবে, মুকুতাহাসিনী?
আনো বীণা সপ্তস্বরা—স্বর্ণতন্ত্রী, তন্দ্রা-বিনাশিনী,
উদার উদাত্ত গীতি গাও বসি' হৃদ্-পদ্মাসনে—
যে-বাণী আকাশে উঠে, শিখা যার হোম-হুতাশনে,
পশে পুন রসাতলে—মানুষের মর্ম্ম-নিবাসিনী!

করি' উচ্চ শঙ্খধ্বনি এনেছিল শ্রীমধুসূদন
পয়ারের মুক্ত-ধারা এ বঙ্গের কপিল-আশ্রমে;
'বলাকা'র মুক্তপক্ষ গতিভঙ্গী ধরিয়া নূতন
পশিল সে মহাহর্ষে সঙ্গীতের সাগর-সঙ্গমে!
এখনো শুনিব শুধু নির্ঝরের নূপুর-নিক্কণ?
কোথায় জাহ্নবী-ধারা?—কূলে যার দেবতারা ভ্রমে!



কল্পনা

কবি যারে কাব্যে লেখে, পোটো যারে পটে—
কল্পনা সে নয় শুধু, জগতেরও বটে!
দুইজনই দেখিয়াছে চোখ দিয়ে তারে—
বিস্ময়ে ব্যাকুল তাই, তাই বারে-বারে
ছন্দ আর রূপ আর সঙ্গীত-কলায়,
কতবার কতরূপে ধরিবারে চায়।

সেই সত্য, সেই রূপ এত সীমাহীন—
জীবনের ঊষা হ'তে সন্ধ্যা, সারাদিন,
কত সুরে কত রঙে নারিল ফুটাতে,
কল্পনাও হার মানি' রহিল লুটাতে!
সেই সত্য এতবড়,—ক্ষুদ্র হয়ে গেল
কবির কল্পনা, তুলি শীর্ণ হ'য়ে এল!

কবি সে কাঁদিয়া মরে, শিল্পী উনমনা;
মোরা বলি' এ'ও বেশী—এ শুধু কল্পনা।

অমৃতের পুত্র

নীরব জ্যোৎস্না-রাত্রি, গ্রাম-পথ দিয়া
গেয়ে চলে পান্থ একা আপনার মনে;
বনের প্রাচীর যেন আছে দাঁড়াইয়া
দুইধারে—খোলা ছাদ!—পড়িছে নয়নে
ঊর্দ্ধাকাশ, আলোকিত চন্দ্রতারাগণে।

নাহি কেহ, কোথা নাই! নিম্নে প্রসারিয়া
গেছে পথ কতদূরে!—আজ তার হিয়া
জানিবারে নাহি চায়, আর কতক্ষণে
পঁহুছিবে ঘরে; চলিয়াছে নিরুদ্দেশে
ঊর্দ্ধমুখে গেয়ে গান, প্রাণ মুক্ত করি,'
কর্ম্মক্লান্ত দিবসের রৌদ্রতাপ-শেষে—
প্রাণ তার গান হ'য়ে পশে কোন্ দেশে!

'অমৃতের পুত্র তোরা!'—ঋষিমন্ত্র স্মরি'
আনন্দে-বিষাদে মোর আঁখি এল ভরি'!

ত্রিস্রোতা

রসাতলে ভোগবতী, মর্ত্ত্যে গঙ্গা, স্বর্গে মন্দাকিনী--
এক বিষ্ণুপদী-ধারা—কালস্রোত বহে নিরন্তর;
জানি না পাতালে তার কুলু-কুলু কিবা কলস্বর,
আকাশ-তরঙ্গে তার ভাসে কি না সুবর্ণ-নলিনী!
জানি শুধু জাহ্নবীরে—পুণ্য-তোয়া প্রাণ-প্রবাহিনী,
ত্রি-ধারায় সেও বহে জীবনের কাহিনী সুন্দর,
ধরাবক্ষে ত্রিগুণিত স্ফটিকাক্ষ-মালা মনোহর,
যজুঃ সাম ঋক্-মন্ত্র গাহে নিত্য সে কল-নাদিনী!

অতীত-কল্পনাময়ী যমুনার নীল জলধারা—
রাখালের বাঁশী বাজে ব্রজবনে তারি তীরে তীরে;
ভবিষ্যের সরস্বতী বালুতলে হয় নি তো হারা—
আশার অমৃত-বাণী বহিতেছে হৃদয় গভীরে;
প্রত্যক্ষ-কালের গতি ভাগীরথী উন্মাদিনী-পারা
নৃত্য করে ঊর্ম্মিভঙ্গে চন্দ্রচূড়-মহাকাল-শিরে!



উপমা

মৃত্যুর বরণ নীল—শুনেছিনু কবে সে কোথায়!
যমুনার জল, না সে প্রাবৃটের নবঘন-শ্যাম?
অথবা গরল-দ্যুতি হর-কণ্ঠে নয়নাভিরাম?
উমার কপোলশোভী—সে কি নীল অলকের প্রায়?
অতিদূর কূলে যথা তালীবন-রেখা দেখা যায়
নিবিড় আয়স-নীল—তেমনি সে আঁখির আরাম?
কিম্বা সে কি দিক্‌প্রান্তে আচম্বিত বিদ্যুতের দাম
ভীষণ নিঃশব্দ-নীল?—পরে সে অশনি গরজায়!

উপমা মনেরি খেলা, প্রাণ বুঝে উপমা-বিহনে,
সে যে নীল—নহে রক্ত, পীত, কিম্বা ধূমল, ধূসর;
নীলাকাশ-তলে যথা সিন্ধু-জল নীল নিরন্তর,
তেমনি মৃত্যুর ছায়া চেতনার অগম-গহনে!
সে নহে যমুনা-জল, নব-ঘন অথবা গগনে,—
মহাশূন্য!—তাই নীল, নীল যথা অসীম অম্বর।



স্বপ্ন নহে

স্বপ্নহীন রাতি মোর। কৃষ্ণা-তিথি যবে,
না উদিতে জ্যোৎস্না আমি ঘুমাইয়া পড়ি;
অর্দ্ধ-রাত্রে শয্যা'পরে উঠি ধড়মড়ি'—
শুনি, কে ডাকিছে যেন মৃদু আর্ত্তরবে!
শীর্ণ দ্বাদশীর চন্দ্র হেরি নিম্ন-নভে,
বায়ুশ্বাসে ছায়া যত উঠিতেছে নড়ি',
সহসা উঠিল বাজি' দূরে কোথা ঘড়ি—
কই, কোথা?—কেহ নাই! বুঝি স্বপ্ন হবে!

স্বপ্ন নহে; ছায়ালোকে, এই স্তব্ধক্ষণে
অশরীরী ফিরে পায় শব্দের শরীর—
গানে যথা ধরা দেয় অ-ধর অধীর
কবির মনের মায়া! নিদ্রা-অচেতনে
তব স্পর্শ লভি কানে—শুধু কণ্ঠস্বনে,
তার বেশি চাওয়া বৃথা—বারণ বিধির!

•◉•

প্রণয়-ভীরু

মৃত্যু আসি' কহে মোরে—"একবার, ওগো প্রিয়তম,
চাহ মোর মুখপানে; হের কান্তি তুহিন-শীতল,
নিশ্চল তারার মত দেখ মোর নয়ন-যুগল,
আলুলিত কেশপাশ তন্দ্রাময়ী নিশীথিনী সম!
দিবারাত্র ধুক্ ধুক্ নাহি করে হৃদ্‌পিণ্ড মোর,
বিস্মৃতি-অমৃত ঝরে দু'অধরে হাসির ধারায়,—
কেন বৃথা জাগরণ জীবনের স্বপন-কারায়?
তার চেয়ে কত স্নিগ্ধ সুকোমল এই বাহুডোর!
চুম্বনে মুদিবে চোখ,—মুছে যাবে চির-অন্ধকারে
মায়াময়ী মরীচিকা, শতবর্ণ আলোকের লীলা;
আলিঙ্গনে অঙ্গ হবে সুকঠিন গিরি-হিমশিলা—
ঈশান-'অমরনাথ' হয়ে র'বে অনন্ত তুষারে!"

অপাঙ্গে চাহিনু শুধু একবার আননে তাহার—
এত রূপ! হায়, হায়, তবু কাঁপে হৃদয় আমার!

• ৩ •

আহ্বান

শিব-নাম জপ করি' কাল-রাত্রি পার হয়ে যাও--
হে পুরুষ! দিশাহীন তরণীর তুমি কর্ণধার।
নীর-প্রান্তে প্রেতচ্ছায়া, তীরভূমি বিকট আঁধার—
ধ্বংস দেশ—মহামারী!—এ শ্মশানে কারে ডাক দাও?
কাণ্ডারী বলিয়া কারে তর-ঘাটে মিনতি জানাও?
সব মরা!—শকুনি গৃধিনী হের ঘেরিয়া সবার
প্রাণহীন বর-বপু উদ্ধর্বস্বরে করিছে চীৎকার!
কেহ নাই!—তরী 'পরে তুমি একা উঠিয়া দাঁড়াও!

ছল-ভরা কলহাস্যে জলতলে ফুঁসিছে ফেনিল
ঈর্ষ্যার অজস্র ফণা; অর্দ্ধ-মগ্ন শবের দশনে
বিকাশে বিদ্রূপ-ভঙ্গি, কুৎসা-ঘোর কুহেলি ঘনায়!
তবু পার হতে হবে, বাঁচাইতে হবে আপনায়;
নগ্ন বক্ষে, পাল তুলি' একমাত্র উত্তরী-বসনে,
ধর হাল, বদ্ধ করি' করাঙ্গুলি—আড়ষ্ট, আনীল!



অন্তিম

বৃথা যজ্ঞ! বহুকাল প্রতীক্ষিয়া অধীর বিধাতা
মানিল না কোন মন্ত্র—আত্মগ্লানি-মোচনের শ্লোক:
আত্মা যার বিকায়েছে পাপ-ঋণে, হোমাগ্নি-আলোক
নাশিবে তাহার তমঃ? তুমি হবে তার পরিত্রাতা!
"বৃত্র-শত্রু হত হোক"—বৃত্র-যজ্ঞে গায়িছে উদ্গাতা.
অসুর শিহরি' উঠে, হবির্গন্ধে হৃষ্ট দেবলোক!
বিধি শোনে বিপরীত—'শত্রু-বৃত্র হোক—হত হোক',
পূর্ণ করে সে কামনা, চূর্ণ হয় ঋত্বিকের মাথা!

নষ্ট হ'ল পুরোডাশ—যত্নে-গড়া মধু ও গোধূমে,
লেহিয়া যজ্ঞের হবিঃ সারমেয় ভ্রমিছে নির্ভয়;
আকাশে নাহি যে অশ্রু, পুঞ্জীভূত বিষবাষ্প-ধূমে
আবিল রবির তেজ, গ্রহতারা গণিছে প্রলয়।
মহামৃত্যু-অন্ধকার ধীরে ধীরে নামে যজ্ঞভূমে,
দিগন্তে চমকে শুধু ম্লান-দীপ্তি বিদ্যুৎ-বলয়।



বুদ্ধিমান

হৃদয়-আবেগে যদি কিছু কর জীবনের কোন পরমক্ষণে—
দুঃখ যে তার সহিতেই হয় নিত্য-দিনের সহজ মনে।
ভাল যা' করেছ, বড় যা' ভেবেছ—ক্ষোভ যদি হয় সে কথা স্মরি',
জেনো, তুমি নও—তোমার মাঝারে যায় নি যেজন এখনো মরি,'
তারি নির্দ্দেশে হয়েছিলে তুমি একদিন কবে হঠাৎ বড়,
তুমি বড় নও—নির্বোধ নও! তুমি চিরদিন হিসাবে দড়।

জীবনের হাটে বেসাতি করিয়া কারো লাভ হয়, কারো বা ক্ষতি,
কারো খোয়া যায় শেষ কড়িটিও, কেউ সহজেই লক্ষপতি!
বুদ্ধিরে তবু দেয় নাক' দোষ—লক্ষ্মী যখন ছাড়িয়া যায়,
বলে, ভাগ্যের প্রতারণা সে যে, মানুষের হাত কি আছে তা'য়?
তখনও তাহার এক সান্ত্বনা—হিসাবে ছিল না একটু ভুল,
মানুষ তাহারে ঠকাতে পারেনি, শক্ত এমনই মনের মূল!

এহেন মানুষ যদি কোনদিন হিসাব হারায় প্রাণের দোষে,
আপনার কাছে আপনি ঠকিয়া মাথা খুঁড়ে মরে কি আপশোষে!



বিবাহ-মঙ্গল

জীবন-দুয়ারে তব দাঁড়ায়েছে নারী—
আজ বধূ, কাল জায়া, পরে পথশেষে
হাতে হাত রাখি' পুনঃ অমৃত-উদ্দেশে
বাহিরিবে একসাথে ;—সীমন্তে তাহারি
সিন্দুর দানিবে যবে যত্নে অপসারি'
মুখাবগুণ্ঠন, কুমারীর কালোকেশে
অকস্মাৎ সেই দীপ্তি হেরি' স্বপ্নাবেশে
জানি ও নয়ন রবে বিস্ময়ে বিস্ফারি'।

সহজ সুলভ সে যে—সে ক্ষণ-বিস্ময়!
তব ভাগ্যে, জীবনের নিত্য-নিশিমুখে
এমনি সীমন্ত রচি' যাদুমন্ত্রময়,
যেন তব চক্ষে ধরে যৌবন অক্ষয়
আজিকার নব-বধূ,—আত্মহারা সুখে
অমর দম্পতী-প্রেম জরা করে জয়!

• ৩ •

শ্রাবণ-শর্ব্বরী

আজ রাতে রুদ্ধ কর সব ওই দ্বার-বাতায়ন,
কাঁদিছে আঁধার ধরা বায়ুশ্বাসে মেঘ-গরজনে—
দামিনী ঝলকে মুহু, অবিশ্রান্ত ধারা-বরিষণে
ঝাপটে ভিজিয়া গেল বার-বার শিথান-শয়ন!
প্রদীপের তলে বসি'—যূঁথী যেই করেছ চয়ন
গাঁথ' তারে চিকণিয়া, আমি পড়ি পুঁথি মনে মনে
বিরহের শ্লোক যত, আর মুখ হেরি ক্ষণে ক্ষণে—
কুসুমের 'পরে ন্যস্ত ওই দুটি ভ্রমর-নয়ন!

কত আঁখি অশ্রুজলে বরিয়াছে শ্রাবণ-শর্ব্বরী··
প্রিয়াহারা বিরহী সে, বারিধারে হৃদয় বিধুর!
কত রাধা বায়ু-রবে শুনিয়াছে শ্যামের বাঁশরী,
নিশীথের নীলাঞ্জনে আঁকিয়াছে বদন বঁধুর!—
আজি সে কাহিনী মোর নয়নের নিদ লবে হরি',
বিরহ-কল্পনা-সুখে হবে এই মিলন মধুর!



বন-ভোজন

দিবা-বধূ পরিয়াছে বাকলের শাড়ী, কড়িহার;
আর্দ্রচুল এলো করি' খুলিয়াছে বিপুল কবরী- -
তপন-প্রেয়সী আজ সাজিয়াছে মলিনা শবরী,
সিঁদুর মুছিয়া পরে কালাগুরু ললাটে তাহার!
আজ কাননের ভোজ, তারি হাতে করিবে আহার
যত বৃদ্ধ বনস্পতি; তাই যত্নে অঞ্চল সম্বরি'
কটিতটে, সুবৃহৎ থালিকায় পায়সাম্বু ভরি',
ফিরিছে নিকটে দূরে, গুণ্ঠন খসিছে বার-বার।

হেরিতেছি সেই শোভা—ধরণীর সে বন-ভোজন!
নিদাঘার্ত্ত তরুরাজি, উপবাসে বিশীর্ণ মলিন—
কি হাসি বিকাশে মুখে, হেরিয়া পারণ-আয়োজন।
পল্লবে পল্লবে স্নিগ্ধ মেঘালোক কি বর্ণে বিলীন!
হরিত, ঈষৎ-পীত, কারো দেহ গাঢ় নীলাঞ্জন—
পিয়িছে শ্যামল-সুধা আঁখি মুদি', বিরাম-বিহীন!



চৈত্র-রাতে

আসিয়াছে চৈত্র-রাতি, সাথে তার জ্যোৎস্না-যাদুকরী—
স্বপ্ন আছে, নিদ্রা নাই! যৌবনের সেই রূপকথা
চমকিয়া স্মরি শুধু, চমকিয়া উঠে পান্থ যথা
মৃদু-গন্ধে—দূর বনে ফোটে বুঝি নেবুর মঞ্জরী!
স্মরণের কুঞ্জে কুঞ্জে মন আজ করে মাধুকরী—
ঝরা-ফুলে বসে অলি, শুষ্ক শাখে শোভে কল্পলতা!
অপূর্ব্ব সে উপন্যাস!—মনে হয়, আমি নাই তথা,
সে কাহিনী যার, তারে আমিও যে গিয়েছি পাসরি'!

জানি সে যে কত বড়! স্মরি যবে সেই পূর্ব্বরাগ,
সেই ক্ষণ-মূর্চ্ছাবেশ হেরি' শুধু পদচিহ্ন বাটে!—
কে বলিবে, একদিন আমি ছিনু এত ধনে ধনী!
মর্ম্মর-অলিন্দে বসি' জ্যোৎস্নালোকে যাহার সোহাগ—
(অধরে পড়েছে আলো, ছায়াখানি নয়নে ললাটে!)
সম্রাট-প্রেয়সী নয়—সে যে ছিল আমারি রমণী!

পৌর্ণমাসী

আজ দীর্ঘ পৌর্ণমাসী যাপিয়াছি বিজন-বাসরে--
সুন্দরের কোজাগর, নিদ্রাহারা নিদাঘ-শর্ব্বরী!
পরিণাম-রমণীয় দিবসের দীপ্তি অনুসরি'
উঠেছিল পূর্ণশশী মেঘমুক্ত গাঢ় নীলাম্বরে!
বিধু পিয়াইল --- জ্যোৎস্না-সীধু যামিনী-অধরে—
খুলে ছিঁড়ে খ'সে গেল তারকার সিঁথি-সাতনরী!
তার পর সম্বরিল নীবি-বাস চমকি' শিহরি'—
হেরিয়াছি সেই রঙ্গ রূপসীর, প্রহরে প্রহরে।

শেষ হ'ল সুধাপান,—ম্লান হাসি আরও যে মধুর!
পাণ্ডুর কপোলতলে পূর্ব্বাশার আসন্ন আভাস,
একটি অশ্রুর মুক্তা দোলে হের, নয়নে বধূর--
পূর্ণ-সুখ পূর্ণিমার মুখে সে কি মাধুরী উদাস!
অস্ত গেল নিশানাথ, বনে বনে পড়ে দীর্ঘশ্বাস,
দিগন্তে ছড়ায়ে প'ল বিধবার কৌটার সিঁদুর!

নিশুতি

রজনী গভীর হ'ল, কৃষ্ণপক্ষ-দ্বিতীয়ার শশী
উঠিয়াছে ঊর্দ্ধনভে—স্রোতোহীন নীলের পাথারে;
মন্ত্রস্তব্ধ চরাচর, তরুশ্রেণী কাতারে কাতারে
দাঁড়াইয়া তন্দ্রাতুর—নিস্তরঙ্গ তিমির-সরসী!
মনে হয়, ধরা যেন শুক্লাম্বরা বিধবা রূপসী—
এলাইয়া রুক্ষ কেশ, অসহ্য সে বেদনার ভারে
প'ড়ে আছে সংজ্ঞাহারা, রজনীর নিশুতি-আগারে—
ধূ-ধূ করে রূপ-মরু দিশাহীন দিগন্ত পরশি'!

এ কি কান্তি ভয়ংকরী! এর চেয়ে ভাল অন্ধকার-
প্রাণহীনা ধরিত্রীর সকরুণ লজ্জা-নিবারণ।
এ যে মৌন-অট্টহাস, মরণের জ্যোৎস্না-জাগরণ!
যৌবন—দেহের ব্যাধি, রূপ যেন তাহারি বিকার!
মনে হয়, খুলে গেছে প্রকৃতির মুখ-আবরণ—
দিবসের লীলাশেষে নিশাকালে এ কি হাহাকার!



নিশান্তে

নিশা অবসান হ'ল; যত পাখী আছিল যেখানে
ডাকিতেছে একসাথে, আনন্দের কি কলকূজন!—
দিকে দিকে মৌন-স্তব্ধ অপ্সরার নূপুর-নিক্কণ
স্ফটিক-আকাশে যেন সচকিত প্রতিধ্বনি হানে।
বাতায়নে দাঁড়াইনু শয্যা ত্যজি' উষার আহ্বানে;
শিশুর ক্ষীরাম্বু-গন্ধী অধরের হাসি অতুলন
হেরিলাম দিবামুখে—প্রভাতের প্রথম কিরণ,
নিষ্কলঙ্ক, বর্ণহীন—শুদ্ধ-আলো, নিশা-অবসানে!

সে যেন বিষ্ণুর বুকে নীলকান্ত কৌস্তুভ-আভাস!
সৃষ্টির আহ্লাদ যেন, জগতের নিগূঢ় চেতনা!
পরিব্যাপ্ত বিভা শুদ্ধ! জড়বক্ষে প্রাণের বিকাশ!
মৃত্যুময়ী ধরণীর শিরে যেন আশিস-সান্ত্বনা!
সেই নির্ব্বিশেষ জ্যোতি ভরিয়াছে সকল আকাশ—
ভরিয়াছে মোর নেত্র সেই প্রভা স্নিগ্ধ নিরঞ্জনা!

•⊙•

উষা

তোমরা কি হেরিয়াছ তরুশাখে নব-কিশলয়—
পেলব পুষ্পের মত, তাম্ররুচি, সুস্নিগ্ধ চিক্কণ?
কিশোরীর চারু গণ্ডে করিয়াছ কভু নিরীক্ষণ
লজ্জারুণ আভাখানি? চিত্ত কি গো করিয়াছে জয়
শিশুর সুন্দর আস্য—ক্ষণ-হাস্য ক্ষণ-অশ্রুময়?
অস্তাচল-শিরে কভু হেরিয়াছ কনক-কিরণ—
তৃতীয়ার শশিকলা, ক্ষণিকের আঁধার-হরণ?
তা' হ'লে উষার সাথে করিয়াছ দৃষ্টি-বিনিময়।

পেলব কোমল, আর যাহা-কিছু নিমেষে মিলায়—
মুহূর্ত্তের সেই শোভা মনোহর— তারি নাম উষা;
একবার ধরা দিয়ে ভরি' রাখে স্মৃতির মঞ্জুষা—
সোনার সে দাগটুকু মানসের নিকষ-শিলায়!
সে নহে খনির মণি—ধরণীর চিরন্তনী ভূষা!
দিবা-মুখে চুমা সে যে রজনীর বিদায়-লীলায়!



প্রকাশ

আসন্ন-প্রভাত রাতি—মায়াময়ী ত্রিযামা রজনী।
জাগর-সুষুপ্তি-স্বপ্ন—চেতনার ত্রিবিধ বিধান
বরিলাম একে একে; আগে হ'ল জ্যোৎস্না-সুধাপান,
তারপর অন্ধকারে হারাইনু আকাশ অবনী।
শেষ-যামে নেহারিনু একটি সে দিব্য দীপ-মণি
গাঢ় তমিস্রার কূলে; সুপ্তি-ভঙ্গে মেলি' দু'নয়ান
আশ্বাসে চাহিয়াছিনু, হয় বুঝি নিশা-অবসান—
সুন্দরের জ্যোৎস্না-শেষে তারাটিরে মনে সত্য গণি'।

অবশেষে আসে ঊষা—লাল হ'য়ে উঠে নভস্তল;
তারো পরে, ভেদ করি' স্তরে স্তরে নির্ম্মল নীলিমা
উদিল আঁখির আগে দেবতাত্মা তুঙ্গ হিমাচল!
ঘুচিল সংশয়-মোহ—সত্য আর সুন্দরের ছল,
বুঝিলাম দুই-ই মিথ্যা! সৎ শুধু প্রকাশ-মহিমা
নভস্পর্শী বিরাটের; তারি ধ্যানে সঁপিনু সকল।



জন্মাষ্টমী

'সম্ভবামি যুগে যুগে'—হেন বার্ত্তা কবে ভগবান
কহিলেন কুরুক্ষেত্রে, তারি স্মৃতি জপে আজও যারা
তারাই কি গণে মাস, বর্ষ, তিথি,—যাপে নিদ্রাহারা
ভাদ্র-রাতি কৃষ্ণা-অষ্টমীর! কত যুগ অবসান—
আর কোনো পুণ্য-ক্ষণ ধরণীর মুখ চির-ম্লান
দেয় নি লাবণ্যে ভরি'?—ভেদি' কভু আঁধারের কারা,
সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর কোনো ভাগে উদয়ের তারা
রচে নি উষার ভূষা,—জলধি করে নি কলগান?

সে আশাও আজ বৃথা!—নবযুগে নাহি অবতার।
এবার সহস্রশীর্ষ পুরুষের—সারা মর্ত্ত্য জুড়ি'—
আরব্ধ যে মহাযাগ, নাহি তায় তিথি, দিন, ক্ষণ।
কে দিবে কাহারে মুক্তি? নাহি চাই কৃপা দেবতার।
স্বর্গ হ'তে কে নামিবে? এই মর-মৃত্তিকার পুরী
ধন্য করি' নবজন্মে, নর নিজে হবে নারায়ণ!

• ৩ •

দ্রৌপদী

(১)

তোমায় স্মরিলে লাজে মরি যে, পাঞ্চালি!
পঞ্চস্বামী-গর্ব্ব যার সে কি আর সতী!
সবা'পরে সমচিত্ত—সকলেই পতি,
নির্ব্বিকার, সমভাব—সতীত্বের ডালি!

তাই সে ভারত-কাব্যে পৌরুষ প্রজ্বালি'
উদ্বোধিলে বীরবৃন্দে নায়িকা-মূরতি।
নহ—নারী, প্রেম তোমা করেছে প্রণতি
দূর হ'তে—তুমি তারে তর্জ্জনী সঞ্চালি'
করেছ বিদায়। বীরের সহধর্ম্মিণী
তুমি শুধু—নারী-ধর্ম প্রেম সে কোথায়?

তা'হ'লে পারিতে কভু হে বরবর্ণিনি,
লভিতে সতীত্ব-খ্যাতি—কুখ্যাতির প্রায়?
কা'রেও বাস নি ভালো, হে পঞ্চরঞ্জিনী,
তোমার সতীত্ব সে যে কেবলই বৃথায়!

(২)

তবু কবি—সত্যদর্শী ঋষি-সুত যিনি,
ব্যাস সে বিশালবুদ্ধি, প্রণমি তাঁহায়—
একটু কলঙ্ক ঢালি' সতীত্ব-প্রভায়
করিলা তোমারে তবে মানস-মোহিনী—
বেদনাকামনাময়ী মানব-গেহিনী।
অর্জ্জুনেরে ভালোবাসা—পাপ-পসরায়
টানিতে চরণ টলে স্বরগ-সীমায়—
সেইটুকু সত্য তব জীবন-কাহিনী।

পার্থ ফিরে' চেয়েছিল বক্ষে তুলিবারে—
মৃত্যুশরাহত সেও, মমতা-দুর্ব্বল!
কৃষ্ণসখা! গীতা-মন্ত্র ভুলি' একেবারে
লভিলে একি এ গতি?—সকলি বিফল!
এ কি চিত্র—ধন্য কবি! স্বর্গের দুয়ারে
দেবতা মুছিল অশ্রু!—মানব বিহ্বল।

দুর্গোৎসব

(১)

নাহি বাদ্য কোলাহল, জনতা-গুঞ্জন,
সহাস্য আননে নাই শাস্ত্র-আলাপন;
নীরব মণ্ডপে বসি' জন দুইচারি
চেয়ে আছে শূন্যদৃষ্টি সমুখে প্রসারি';
শীর্ণদেহ, ম্লানমুখ — পুরোহিত বুঝি? —
কাষায়-বসনে বসি' আছে চোখ বুজি'।
সব যেন শূন্য রিক্ত — আঁধার, আঁধার,
সে আঁধারে জ্বলে শুধু মুখ প্রতিমার!
সোনার দেউল যেন শ্মশানের বুকে,
মলিন দীপের ভাতি রোগ-পাণ্ডু মুখে;
সধবার গঙ্গাযাত্রা — শাড়ী ও সিঁদুর —
উজ্জ্বল শোকের ছবি, হৃদয় বিধুর!
কাজ নাই, ভেঙ্গে ফেল, করিব না পূজা,
জলদে বিদ্যুৎ-হাসি — ওই দশভুজা!

(২)

বছর আরম্ভ হ'তে প্রতীক্ষা-কাতর—
বঙ্গবাসী যার তরে তৃষিত-অন্তর
গাহিয়াছে আগমনী—আজ তারি শেষ;
বিজয়া-দশমী আজ, তবু অশ্রুলেশ
নয়নে নাহিক তার! মণ্ডপ-মাঝারে
অকাল-বোধন-মন্ত্রে জাগাইল যারে—
যুগ-যুগ স্মরণের সেই অভিজ্ঞান,
অতীতের সাথে বাঁধা চির-বর্ত্তমান—
সমগ্র জাতির আহা সাধনার ধন,
সে কি আজও আছে, হায়, আছিল যেমন!
মাতৃশক্তি-পূজা নয়, মাতৃশ্রাদ্ধ-দিন
বাৎসরিক!—দায়গ্রস্ত পুত্র দীনহীন
করিয়াছে কোনমতে তারি উদ্যাপন,
আজি শেষ বর্ষকৃত্য—প্রেতের তর্পণ!

• ৩ •

বঙ্গলক্ষ্মী

(১)

ইতিহাসে খুঁজি তোমা, স্বপ্ন-সুষমায়
গ'ড়ে তুলি অপরূপ মোহিনী-মূরতি—
মনোময়ী প্রতিমার করি যে আরতি
বর্ষে বর্ষে, কোজাগর-লক্ষ্মী-পূর্ণিমায়!
জ্যোৎস্না-রাতে পদচিহ্ন রাখিলে কোথায়—
খুঁজিয়াছি তরী বেয়ে সারা-ভাগীরথী;
হেরি শুধু ভাঙ্গা-ঘাট বিজন বসতি—
প্রয়াণের পথ-রেখা নদী-সিকতায়!

গেছে রূপ, ছায়া তবু ভাসে যেন চোখে;
হেমন্তের মায়া-মৃগ—স্বর্ণ-মরীচিকা—
ধায় আজো শস্য-শীর্ষে; চম্পকে অশোকে
বসন্ত বিদায় মাগে; আজো মালবিকা
চেয়ে থাকে অনিমিখ নব-মেঘালোকে—
কবির অমর শ্লোকে লভে জয়টীকা!

(২)

উপবাসী চাষী কাঁদে শূন্য আঙিনায়,
শরতের পীত-রৌদ্রে দীর্ঘ জ্বর-জ্বালা!
কে গাঁথিবে তরুমূলে শেফালীর মালা—
অর্চ্চিবে কমল তুলি' কমলাসনায়?

তুমি লক্ষ্মী ছিলে কবে?—আছ কল্পনায়;
নাই ঝাঁপি, আছে শুধু নৈবেদ্যের থালা
নিত্যপূজা-অভিনয়ে—বৃথা দেয় বালা
গৃহদ্বারে আলিপনা প্রতি পূর্ণিমায়!

ছিলে যবে, হে জননী, সারা দেশ ভরি'—
তখন করেছি পূজা গৃহদেবী-রূপে;
আজ তুমি গৃহে নাই, তাই চুপে চুপে
সমগ্র দেশের রূপে মূর্ত্তিখানি গড়ি।
লক্ষ্মীরে চাহি না বটে দীপে আর ধূপে--
বঙ্গলক্ষ্মী?—সেও যে রে ছায়া-ধরাধরি!

• ৩ •

বঙ্কিমচন্দ্র

(১)

বাঁশী আর বাজিল না কতকাল অজয়ের কূলে!
কীর্ত্তনের সুরে শুধু ভরি' উঠে আকাশ বাতাস
বাঙ্গালার—সব গানে প্রেমেরি সে দীর্ঘ হাহাশ্বাস
নদীয়ার নদীপথে মর্ম্মরিল বঞ্জুল-মঞ্জুলে!
ত্যজিয়া তমালতল রাধা জ্বালে তুলসীর মূলে
প্রাণের আরতি-দীপ; আঁখির সে বিলোল বিলাস
ভুলিয়াছে—কাঁদে আর হরিনাম জপে বারোমাস;
কল্পবৃক্ষে ফোটে প্রেম, ফোটে না সে মনের মুকুলে!

এমনি সে সারা বঙ্গ অঙ্গে পরি' হরিনামাবলী
বাদল-বসন্ত-নিশি গোঙাইল উদাসীন-সুখে!
রাখালের বেণুরবে গোঠে-মাঠে কাননে-কান্তারে
ধ্বনিল যে মধু-গীতি, তাহারি সে সরস ঝঙ্কারে
কচিৎ উন্মনা কেহ—ঘটে বারি উঠিল উছলি',
গাঁথিতে পূজার মালা কোন্ ব্যথা গুমরিল বুকে!

(২)

মুক্তবেণী-জাহ্নবীর ক্রমে লুপ্ত হ'ল সরস্বতী
শাস্ত্র-বালুকার বাঁধে, মন্ত্রে-তন্ত্রে শুকাইল শেষে
প্রাণের সে প্রীতি সহজিয়া; এমন মাটির দেশে
জীবনের ছাঁচে কেহ গড়িল না প্রেমের মুরতি!
মাতা পুত্র পিতা আছে, আছে পতি, আর আছে সতী—
দম্পতী নাহিক' কোথা! নারী শুধু সহচরী-বেশে
পতির চিতায় উঠে বৈকুণ্ঠের সুদূর উদ্দেশে!
পুরুষ স্বামীই শুধু—নাহি তার প্রেমে অধোগতি।

সন্ধ্যা হ'লে শঙ্খ বাজে গৃহে গৃহে মন্দিরে মন্দিরে,
ঘাট হ'তে ঘরে ফিরে' দীপ জ্বালে ত্বরায় বধূরা:
একে একে উঠে আসে তারকারা আকাশের তীরে,
সমীরণ শ্বসে মৃদু, ফুলগন্ধে রজনী মধুরা!
নিদ্রার নিশীথ-স্বপ্নে জেগে উঠে বিরহ-বিধুরা
জীয়াইতে মৃত-প্রেম, তনু তার বীজনিয়া ধীরে!

(৩)

এমনি কাটিল যুগ; যুগান্তের নিশা-অবসানে
দখিনা-পবন সাথে ভাগীরথী বহিল উজান—
দুয়ারে দাঁড়াল সিন্ধু, তার সেই আকুল আহ্বান
স্বপনেরে ছিন্ন করি' কি বারতা বিতরিল প্রাণে!
উচ্ছসি' উঠিল ঢেউ বাঁধা-ঘাটে সোপান-পাষাণে,
কূল সে অকূল হ'ল, পিপাসার নাহি পরিমাণ!
আকাশ আসিল নামি'—অন্তরীক্ষে কারা গায় গান!
দেবতা কহিল কথা চুপি-চুপি মানুষের কানে!

স্বপনে ছিল না যাহা ধরা দিল তাই জাগরণে—
পুরুষের চোখে রূপ—হর-চক্ষে উমা-হৈমবতী!
সে নহে কিশোরী-বালা, শ্যাম-শোভা নবীনা-ব্রততী—
নন্‌্রা-বদনী রাধা যমুনায় গাগরি-ভরণে।
সে-রূপের ধ্যান লাগি' যোগী করে শ্মশানে বসতি—
পান করে কালকূট মহাসুখে, ডরে না মরণে!

(৪)

সতত স্বাধ্যায়শীল আত্মভোলা গৃহী-ব্রহ্মচারী—
পুঁথি হ'তে চোখ তুলি' একদা সে নিজ নারী-মুখে
নেহারি' কিসের ছায়া জলাঞ্জলি দিল সব সুখে.
ক্ষুধায় আকুল হ'ল—প্রাণ যার ছিল নিরাহারী!

গৃহ যার স্বর্গ ছিল সেও সাজে পথের ভিখারী –
মজিল শেফালী ফেলি' রাগরক্ত রূপের কিংশুকে.
মন্দারের মালা ছিঁড়ি' আশীবিষ তুলি' নিল বুকে—
যত জ্বালা তত সুখ. তত ঝরে নয়নের বারি!

সর্ব্বত্যাগী বীর-যুবা আত্মজয়ে করি' প্রাণপণ
সকল সাধনা তার বলি দিবে নারী-পদমূলে--
মৃত্যুর অনলে শেষে সেই দাহ করিল নির্ব্বাণ!

নিজেরি সে পত্নী, তবু আজ দূর দেবীর সমান!
কিছুতে দিবে না ধরা, পতি-প্রেম গিয়েছে সে ভুলে··
তারি লাগি' রাজা রাজ্য ঘুচাইল, সর্ব্বস্ব আপন!

(৫)

বাল্য-প্রণয়ের সুধা বিষ হ'ল নবীন যৌবনে!
সাঁতারি' অগাধ জলে দোঁহে মিলি' করিল উপায়—
নির্ভয়ে ডুবিল যুবা, আর জন দেখে ভয় পায়;
পুরুষ মরিল, নারী ফিরে চলে পতির ভবনে!

শিবিরে নামিছে সন্ধ্যা—অন্ধকার মনে ও ভুবনে.
"কেন বা মরিবে, প্রিয়?" প্রণয়িনী কাতরে শুধায়;
হেনকালে কার ছায়া হেরি' বীর মুহু মুরছায়—
"মরিতেই হবে!" বলি' হানে কর ললাটে সঘনে!

এ নহে কবির ভ্রম—নহে চন্দ্র পথের পল্বলে,
অথবা সে মৃত্যুলোভী পতঙ্গের নব বহ্নিস্তুতি;
যেই শক্তি নারীরূপা—বিধি-বিষ্ণু-হরের প্রসূতি—
সেই পুনঃ নির্বাসিল পুরুষের চিত্ত-শতদলে!
জীবনেরি যজ্ঞে সে যে স্বাহা-মন্ত্রে প্রাণের আহুতি—
মরা-গাঙে ডাকে বান, মৃত্যু মাঝে অমৃত উথলে!

(৬)

আঁধার শ্রাবণ-রাতে কাঁদে কেবা আর্দ্র বায়ুশ্বাসে?—
ধূলায়-ধূসরস্তনী, প্রিয়-প্রাণহন্ত্রী—পাগলিনী!

পতিরে করিতে সুখী অশ্রুহীনা কোন্ অভাগিনী—
নিমীলিত আঁখি, মুখ বিম্ব-নীল—সুখ-হাসি হাসে!

শারদীয়া জ্যোৎস্নারাতি, ভরা নদী, স্রোতে তরী ভাসে—
তারি 'পরে কাঁদে বীণ, স্বপ্নে তাই শোনে নিশীথিনী!

ভৈরবী-পালিতা যেই—কামে প্রেমে সম-উদাসিনী—
কি স্নেহে, মশানে তার ভাগ্যহত স্বামীর সম্ভাষে!

* * *

মাঠ, বাট, গোষ্ঠ হ'তে এ বঙ্গের জীবন-জাহ্নবী
বহিল উজানে পুনঃ সুদুর্গম দূর হিমাচলে—
যেথায় তারকা-তলে দেওদার-নমেরু-অটবী
রতি-বিলাপের গাথা স্মরে আজও শিশিরের ছলে;
হর তবু হেরে যেথা মুগ্ধনেত্রে গৌরী-মুখচ্ছবি—
বঙ্কিম-চন্দ্রের কলা ভালে তাঁর অনিমেষে জ্বলে!

• ● •

বিবেকানন্দ

কালরাত্রি পোহাইল?—পূর্ব্বাভাস অসীম ঊষার
দেখা যায় প্রাচী-প্রান্তে! মুমূর্ষু এ জাতির শিয়রে
জেগে বসেছিল যেই, মহামন্ত্র সে কর্ণকুহরে
উচ্চারিয়া বার বার—সে যে তুমি, হে চিরকুমার!
জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম্ম-বীর, উদাসীন—প্রেমিক উদার,
ইহ-পরত্রের বন্ধু, রথিশ্রেষ্ঠ সংকট-সমরে—
হে সংযমী, যমভয়-ভীত জনে অন্তিম প্রহরে
দানিলে অভয়-দীক্ষা, ব্রহ্মানন্দ! চারিত্রে তোমার।

তোমারে স্মরণ করি, স্মরে যথা তীর্থশেষে ফিরি'
আপনার গৃহকোণে দীন গৃহী দূর গিরি-চূড়া—
দেবতা নিবসে যথা—চন্দ্রমৌলী, তুষার-ধবল!
পাদমূলে বহে বারি পিপাসার, শির রহে ঘিরি'
চিরস্তব্ধ তারাস্তোম, বক্ষে তার বজ্র হয় গুঁড়া!
জানে, আর হেরিবে না, জানে তবু—সে গিরি অচল!

• ৎ •

রবির প্রতি

হে রবি, তোমার তাপে এই নিত্য-আর্দ্র ভূমিতলে
উষ্ণ হ'ল খাল-বিল, আর যত পঙ্কিল পল্বল;
বাড়ে শুধু লালা-ক্লেদ, শেহালায় ভরে' গেল জল,
মরেছে কল্‌মী-লতা, সুষুনি শুকায় দলে দলে।
জন্মে শুধু ডিম্ব-কীট, তাই হ'তে ফুটি' পলে পলে
উড়িছে পতঙ্গকুল—ক্ষণজীবী উন্মত্ত চঞ্চল!
আসন্ধ্যা-প্রভাত করি' বায়ুভরে নৃত্য-কোলাহল
নিঃশেষে মরিবে সবে তুমি যবে যাবে অস্তাচলে।

তোমার প্রখর তাপে কাননের যত বৈতালিক
নিরুদ্দেশ; দুই চারি হেথা হোথা পল্লবের ছায়
করিছে কূজন বটে—দুঃসাহসী কলকণ্ঠ পিক!—
কে শোনে তাদের গান?—মাছিদের কল্লোলে হারায়!
এমনি দুর্ভাগ্য দেশ!—তুমি রবি, তবুও হা ধিক!
তোমার আলোকে হের, পাখী মূক, কীট নাচে গায়!

শরৎচন্দ্র

(১)

তখন যৌবন-দিন, বিকশিত চিত্ত-শতদলে
সুপবিত্র প্রীতিরাগ, পূজ্য-পূজা লাগি' সে অধীর—
সেই কালে—অবারিত ছিল যবে আশিস বিধির,
সহসা হেরিনু তোমা—পূর্ণচন্দ্র উদয়-অচলে!
সে কি চিত্ত-চমৎকার!—পড়িলাম রুদ্ধ কুতূহলে
সুবিচিত্র কথা সেই 'বিরাজে'র—হৃদয়-রুচির!
সামান্যা সে রমণীর অসামান্য প্রেম-কাহিনীর
অন্তরালে নিখিলের নয়নাশ্রু-উদধি উথলে!

এ বঙ্গের গৃহাঙ্গনে সে কি চিত্র চির-অগোচর
দেখালে দরদী কবি!—বিরহের ঘন-ঘোর নিশা,
বিদ্যুৎ-চকিত দীপ্তি তিমিরে দেখায় তবু দিশা—
প্রেমের পুরুষ-মূর্ত্তি নীলকণ্ঠ-সম 'নীলাম্বর'!
কুলহীনা রমণীর নেত্রে সেই সন্ধ্যাদীপ-তৃষা—
কলঙ্কিনী-সতী-শোকে পতি তার ধ্যানী মহেশ্বর!

(২)

কে জানিত তার আগে—সর্ব্বশেষ মন্দির-সোপানে,
ধূলোয় ধূসর যেই পড়েছিল প্রাণের ভুখারি
এক পাশে, অজ্ঞাত অখ্যাত সেই বাণীর পূজারী
জীবজন্ম-রসাতলে ডুবেছিল অমৃত-সন্ধানে!
ঘৃণা ভয় বিসর্জ্জিয়া—আকণ্ঠ গরল-ফেন-পানে
লভিল আরেক আঁখি ভস্মলিপ্ত ললাটে তাহারি!
শ্মশানে মশানে সে যে ফিরিয়াছে মহা-বীরাচারী—
শব-বক্ষে কান পাতি' ধ্বনি তার ধরিতে সে জানে!

তাই তার সাধনায় ভয়ংকরী অমা-নিশীথিনী
হাসিল মধুর হাসি, অন্তহীন লাবণ্য-লীলায়!
যা কিছু কুৎসিত, হেয়, তারে তার চিত্ত-প্রবাহিনী
করাইল পুণ্য-স্নান, মুহূর্ত্তে সে কালিমা মিলায়!
চাহিনি যাহার পানে ভুলে কভু, তারে আজ চিনি—
মূল্য তার ধরা প'ল হৃদয়ের নিকষ-শিলায়!

(৩)

আজ তব জন্ম-মাসে শরতের প্রসন্ন আকাশ
কি নির্ম্মল, গাঢ়-নীল, লঘু-শুভ্র মেঘ-অন্তরালে!
ক্ষণ-বৃষ্টিপাতে, হের, জল ভরে তরু-আলবালে,—
তবু রাত্রি জ্যোৎস্নাময়ী—এ যে রাখী-পূর্ণিমার মাস!
ঘাসেও ফুটেছে ফুল, গুচ্ছে গুচ্ছে ফুটিয়াছে কাশ,
স্বচ্ছ সরসীর জলে পঙ্ক হ'তে উঠিয়া মৃণালে
ফুটেছে পূজার পদ্ম!—তার মর্ম্ম তুমিই শিখালে,
দিকে দিকে হেরি আজ তোমারি সে বাণীর বিকাশ!

বঙ্কিম—বসন্ত-বিধু, রবি—সে ত' সর্ব্ব-ঋতুময়,
তুমি চন্দ্র শরতের; রশ্মি তব মর্ম্মান্ত-হরষ
এই পৃথ্বী-মৃত্তিকার! তব করে লভিয়াছে জয়
তুচ্ছ তৃণ—অঙ্গে তার উজলিছে কাঞ্চন-পরশ!
চণ্ডালেরো গৃহে তব কিরণের পূর্ণ পরিচয়—
মানুষের সর্ব্বগ্লানি তব স্পর্শে শুচি ও সরস।

• • •

সত্যেন্দ্রনাথ

এমনি প্রহর-দীর্ঘ আষাঢ়ের অমানিশা-শেষে
মৃত্যু আসি দাঁড়াইল, তোমারে লইতে একদিন—
চেয়েছিলে মুখে তার, তুমি কবি, ক্লান্ত উদাসীন,
মুদিলে মেঘের রবে আঁখি দুটি ম্লান হাসি হেসে?
বেদনার অর্ঘ্য রচি' নিবেদিলে যাহার উদ্দেশে
আজীবন,—পথের পাথর মাজি' মণি অমলিন
রচিলে যাহার লাগি'—দৃষ্টি ক্রমে হয়ে এল ক্ষীণ!—
বিদায়ের কালে সে কি ললাটে চুমিল ভালবেসে?

বাহিরে বিদ্যুৎ-ঘটা, নবমেঘে মেদুর অম্বর,
কেতকী ফুটিছে বনে, জ্যৈষ্ঠী-মধু শীতল সুরভি;
হৃদয়ে গুমরে গীতি—ছন্দহারা ক্ষুব্ধ হাহাস্বর,
আর্দ্র বায়ুশ্বাসে কাঁদে সুনির্জ্জন ভবন-বলভি!—
'আর নয়!' কহে দেবী, বীণা হতে ছিনাইয়া কর,
'এবার আমার পালা!—আমি গাই, তুমি শোন, কবি!'



নট-কবি শিশিরকুমার

বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চে তোমা হেরিনু যেদিন,
প্রত্যাসন্ন প্রভাতের শিশির-মুকুর!—
চমকি' চাহিনু ঊর্ধ্বে, নিশার চিকুর
দিগন্তের নীলাকাশে হয় যে বিলীন!
হেরিলাম, কলা-লক্ষ্মী আজি এ নবীন
নেপথ্য-লীলায় ধরি' নবতন সুর,
নয়ন-মোহন কাব্যে নিপুণ নূপুর
বাজাইতে বঙ্গে আর নহে উদাসীন।

ছন্দ হেথা শরীরী যে, বাক্য হতমান!
শব্দ-অর্থ প্রাণ পায় মূর্ত্ত রস-রাগে!
হৃদয়ের রসাতলে যার অধিষ্ঠান,
নর-কণ্ঠস্বরে তার কি আকৃতি জাগে!
প্রতি অঙ্গ কথা কয় রসনা-সমান—
শ্রোত্র চেয়ে নেত্র তাই কাব্যসুধা মাগে!

• ১ •

রূপান্তর

(১)

কবিতা পড়িতেছিনু, ইংরাজি সে সনেট দুচারি—
আরো কিছু গীতি-কথা; জানি নাই, কখন সে ভাষা
হইল আমার বাণী, বহিল সে আমারি পিপাসা!
যে সরল সত্য-মন্ত্রে জীবনের আমিও পূজারী—
তারি ছন্দ, তারি সুর, অনবদ্য প্রকাশ তাহারি
মর্ম্মরি' উঠিল মর্ম্মে,—এক আশা, এক ভালবাসা!
মনে হ'ল, যে-বিহঙ্গ স্বপ্নে মোর বেঁধেছিল বাসা
অন্ধকারে, সে আজি অরুণালোকে উঠিছে ফুকারি'।

প্রতি শব্দ অর্থবান, প্রতি পংক্তি ব্যথায় বিধুর—
শ্লোকে-শ্লোকে অতিরুদ্ধ হৃদয়ের সিন্ধু-কলোচ্ছ্বাস:
অসীমার অভিসারে পদধ্বনি যেন সে সুদূর,
কণ্ঠে তবু এ কি গীত!—ধরণীর এ মর্ত্ত্য-আবাস
এত ভাল লেগেছিল! প্রেমে প্রাণ এত ভরপুর!
এত আলো—নিবাইতে নারে তারে মৃত্যুর নিশ্বাস!

(২)

বহিতেছে মৃত্যু-ঝড়; মহামারীরূপে মহাকাল
অযুত জীবন-দীপ নিবাইছে ফুৎকারে ফুৎকারে!
ছিন্নমস্তা 'য়ুরোপা'র কণ্ঠস্রুত শোণিত-উৎসারে
কি ভীষণ কলধ্বনি! না, সে বুঝি মত্ত প্রেতপাল
ছড়াইছে দিকে দিকে বহুজীর্ণ আপন কঙ্কাল—
কৃপণ জীবন যাহা করেছিল জড়-স্তূপাকারে
সঞ্চয়, শতাব্দী ধরি'! ভরি' উঠে দারুণ ধিক্কারে
সারাচিত্ত, টুটে যায় জীবনের মিথ্যা মোহজাল।

সেই ঘৃণা, অবিশ্বাস, অট্টহাসি, হাহাকার-মাঝে
ধ্বনিল কি শুভ-গীত—কবিকণ্ঠে সুন্দর-বন্দনা!
আপনার হৃদ্‌পিণ্ড, রক্তজবা, ছিঁড়িয়া অঞ্জলি
দানিল সে হাসিমুখে—রাজ-কর মৃত্যু-মহারাজে!
মরণ মরিল লাজে, তাই হেন অমৃত-মূর্চ্ছনা—
জীবনেরি জয়গানে ভরি' উঠে নব-পদাবলী!

(৩)

'যে বিধাতা গড়িয়াছে আমা সবে নিজ প্রয়োজনে
যুগ-যোগ্য করি'—বরিয়াছে মোদের যৌবন,
হরিয়াছে সুখ-নিদ্রা—চক্ষে দীপ্তি, অব্যর্থ-সাধন
দুই বাহু দিল যেই, ঝাঁপাইতে দ্বিধাশূন্য মনে
নীল নির্ম্মলতা মাঝে—নমি আজ তাঁহার চরণে।'
'লভেছি অভয় মোরা, যাহা কিছু নিত্য চিরন্তন
তারি সাথে—বায়ু, ঊষা, মানুষের হাসি ও ক্রন্দন,
নিশীথ, বিহঙ্গ-গীতি, মেঘেদের গমন গগনে।'

'করি না যুদ্ধের ভয়, চলিয়াছি শুভযাত্রা করি'।
গোপন কবচে মোরা মৃত্যু-বাণ করিব নিষ্ফল।
অ-রক্ষায় সুরক্ষিত! মানুষ যেতেছে যেথা মরি'
দলে দলে, সব চেয়ে ভীতিশূন্য সেই রণস্থল!
আর, যদি প্রাণ এই ক্ষুদ্র দেহ যায় পরিহরি'—
লভিব পরম স্বস্তি হারাইয়া চরম সম্বল।'

(৪)

'এই সব প্রাণ ছিল জীবনেরি দুঃখ-সুখে গড়া,
অপরূপ অশ্রুজলে ম্লান-শুচি, হরষ-চপল!
বয়সে বেড়েছে স্নেহ। ধরণীর রঙের পসরা
একদা এদেরও ছিল—ঊষা, আর সান্ধ্য নভস্তল।
এরা ভুঞ্জিয়াছে গীত, গতি-রাগ, নিদ্রা, জাগরণ,
চকিত বিস্ময়-সুখ, ভালবাসা, বন্ধুতা-গৌরব,
বিজনে বসিয়া-থাকা, সুকোমল স্পর্শ-শিহরণ
রেশমে, কপোলে, ফুলে; ফুরায়েছে আজি সেই সব।

আছে হ্রদ হিম-দেশে—সারাদিন ক্ষ্যাপা বায়ুসনে
হাসে হা-হা করি', হাসে বুকে নীলাকাশ। পরক্ষণে
সে চঞ্চল রূপচ্ছায়া, ঊর্ম্মি-নৃত্য—শীত সুকঠিন
স্তব্ধ করি' দেয় শুধু একটি ইঙ্গিতে; রেখে যায়
নিস্তরঙ্গ শুভ্র-ভাতি, পুঞ্জীকৃত প্রভা ছায়াহীন—
একটি বিস্তার শুধু, দীপ্ত শান্তি, গভীর নিশায়!'

(৫)

হে প্রেমিক, আয়ুহীন! এ জীবন এত কি সুন্দর?
সত্যকার তৃষাভরে যে করেছে সেই সুধা পান,
মৃত্যুর আঁধারে সে কি পাইয়াছে পূর্ণিমা-সন্ধান?
বৈতরণী-তীরে বসি' ভুঞ্জে সে কি মলয় মন্থর?
এ কি প্রেম প্রাণময়! জগতের এই যুগান্তর—
নির্দ্দয় প্রলয়-বন্যা—সাঁতারিয়া, তুমি বীর্য্যবান
উতরিলে সেই স্রোতে—তারকারা করি' যাহে স্নান
নীরবে চাহিয়া থাকে পৃথ্বীপানে, ভরিয়া অম্বর!

প্রাণ-মন্ত্রে দীক্ষা দিলে, মরণের বরযাত্রী তুমি!
হে গাণ্ডীবী, বিস্ফারি' বিশাল বক্ষ করিলে যোজনা
ধনুকে অমোঘ শর, ভেদ করি' কঠিন শ্মশান
বহাইলে ভোগবতী—পূত হ'ল সারা প্রেতভূমি!
মমতার মোম দিয়ে বধূ-মুখ করিলে মার্জ্জনা
প্রকৃতির,—নর-চক্ষে করিলে যে নবদৃষ্টি দান!

(৬)

তাই আজ, ওগো বন্ধু, ধরণীর দূর প্রান্তভাগে
তোমারে সম্ভাষ করে ভিন্নভাষী আর এক কবি।
তব কাব্য দুগ্ধ যেন, ঈষদুষ্ণ. দোহন-সুরভি--
পান করি' প্রাণে তার কি আনন্দ, কি ভরসা জাগে!
শতযুগ-জরাভার যেই জাতি নিশ্চিন্ত বিরাগে
বহে আজও, তারি মাঝে ভগ্ন জীর্ণ এ জীবন লভি'
গাহি গান ভয়ে ভয়ে; আজি মোর ভবন-বলভি
স্পন্দিছে এ কোন্ ছন্দে, প্রাণ মোর এ কি মুক্তি মাগে!

হেরি মূর্ত্তি নগ্ন-শুভ্র, নিষ্কলঙ্ক, কুণ্ঠালেশহীন—
মসৃণ মর্ম্মরে যেন গড়িয়াছে যুনানী ভাস্কর!
পৃথ্বী 'পরে পদাঙ্গুলি, দেহ তবু আকাশে উড্ডীন—
মর্ত্ত্যের সে বার্ত্তাবহ স্বর্গপানে বাড়াইছে কর!
গুল্‌ফ-মূলে কাঁপে পাখা—অন্তরীক্ষে এখনি বিলীন!—
গানের কিরীটখানি ফেলে গেছে ধরণীর 'পর!

• ৩ •

কবিধাত্রী

(১)

পুরাতন বাস্তুভিটা, অতি-উচ্চ শিখরে তাহার
প্রভাতে সন্ধ্যায় বসি' রচি গান; বিজন-বিধুর
চেয়ে থাকি মুগ্ধনেত্রে, নভ-তলে যেথায় সুদূর—
মিশে গেছে অরণ্যের অনন্ত পল্লব-পারাবার!
নতোন্নত তরুশির—নীলে ও শ্যামলে একাকার!—
তারি 'পরে ফেলে ছায়া নবমেঘ গম্ভীর মেদুর।

অশ্বত্থ, তিন্তিড়ী, তাল, শিমুলের ক্বচিৎ সিঁদুর
বেণুশীর্ষ, আম্র আর পনসের ঘনপত্র-ভার
ঢেকে আছে ধরণীরে। ঊর্দ্ধে শূন্য মহানীলাম্বর,
নিম্নে হরিতের মেলা; সারাবেলা বিহঙ্গের গান,
রহি' রহি' বায়ুমুখে কাননের উদাস মর্ম্মর,
নীরব উদয়-অস্ত, মধ্যদিন নিশীথ-সমান!—

এই মৌনী প্রকৃতির সুনিবিড় অরণ্য-বাসর,
এই মোর 'কবিধাত্রী'—জনহীন সবুজ শ্মশান!

(২)

আমার নয়নে শুধু বর্ণ আর বিপুল প্রসার—
নিস্তব্ধ রূপের ছায়া, মেঘ-মায়া সন্ধ্যায় প্রভাতে;
দৃষ্টি মোর ডুবে যায় নীর-হীন নীরদ-শোভাতে
ধরণীর চতুঃসীমা-ভরা ওই বিটপী-বিথার!
কানে নয়— প্রাণে জাগে সুগম্ভীর ধ্বনি অনিবার,
বসি যবে মহামৌনী সুবিরাট কানন-সভাতে—
সুদূর-কালের স্রোত মেঘমন্দ্র মৃদঙ্গ-আঘাতে
আছাড়িয়া পড়ে বুকে—অতীতের স্তব্ধ হাহাকার!

দাঁড়ায় আমারে ঘিরে মোর সেই পিতৃপিতামহ—
বৃহৎ-কালের সাক্ষী; বহুযুগ-যুগান্ত স্বপন
ভরি' দেয় আঁখিপাতা—জন্মমৃত্যু-ভাবনা দুঃসহ
ভুলে যাই, চিত্তে মোর কল্পনার নীল-আলেপন
স্নিগ্ধ করে সর্ব্ব ব্যথা; পুরাতন এ বন-ভবন
বহিছে কত না স্মৃতি, তারি ধ্যান করি অহরহ।

(৩)

জ্যোৎস্নারাতে, ভগ্ন পূজা-মণ্ডপের খিলান-প্রাচীরে
যে গভীর কালো ছায়া প্রেতসম উঠিছে গুমরি',
হেরি' তারে মনে হয়, আজও সেই উৎসব-বাঁশরী
বাজিছে করুণ সুরে, আধ'-আলো অন্ধকার-তীরে—
সেদিনের প্রতিবিম্ব কাঁপে মোর নয়নের নীরে।
গৃহে আসি' কবে কোন্ নববধূ নূপুর বিমরি'
রেখেছিল পা দু'খানি যে ইষ্টক-ফলক উপরি—
সে ওই রয়েছে পড়ি' এক কোণে ভবন-বাহিরে!

স্মৃতির সমাধি 'পরে ব'সে দেখি সেদিনের ছবি—
এদিনের কলরব পশে না যে আমার শ্রবণে;
চেয়ে থাকি—যেইদিকে অস্ত গেছে গৌরবের রবি,
গাঁথি যে তারার মালা অন্ধকারে নিশীথ-স্বপনে!
যে-সুর ফুরায়ে গেছে, ফিরিবে না কভু এ ভুবনে,
আজিকার গানে তার কিছু দিব—আমি সেই কবি।

•❂•

তীর্থ-পথিক

একে একে খুলিয়াছি জীবনের গ্রন্থি পর-পর,
মেলে নি মনের মণি, বর্ষ পরে বর্ষ যায় ফিরে'—
শাল্মলীর রক্ত-ভূষা রহে না যে রিক্ত তরুশিরে.
হারায় হেনার গন্ধ, ক্ষণে টুটে কদম্ব-কেশর!
নরত্ব দুর্ল্লভ জানি, সুদুর্ল্লভ কবি-কলেবর—
সত্য সে কি? মনে হয়, এই মরু-সৈকত-সমীরে,
পাই যদি প্রীতি-মুক্তা অবগাহি' লবণাম্বু-নীরে,
বাণীর উদাস-দৃষ্টি তার চেয়ে নহে মনোহর।

চলেছিনু ক্লান্ত-পদে সুন্দরের তীর্থ-অভিলাষে.
সমুখে পড়িল ছায়া,—বনপথে এ কোন্ পথিক
গান গেয়ে চলে আগে? ছন্দে যেন তৃণ স্পন্দমান!
জিজ্ঞাসিনু, কোথা যাও? প্রাণ শুধু প্রাণের আশ্বাসে
বাহুপাশে দিল ধরা—সে মাধুরী মর্ত্ত্যের অধিক!
অদৃষ্ট বিমুখ নয়, যাত্রা শুভ, আমি পুণ্যবান্।



প্রেম ও কর্ম্মফল

(১)

কর্ম্মফলে ভিন্ন গতি তোমার আমার—
হবে না মিলন বুঝি জন্মান্তে আবার?
আমারে ত্যজিবে তুমি, উচ্চতর কুলে
লভিবে জনম, প্রিয়া, সব যাবে ভুলে'।

এই যে আমারে চেয়ে অনিমিখ-আঁখি,
ঘুমাইলে পাছে ভোলো—নহ যে একাকী,
তাই নিদ্রা নাহি যাও পারো যতক্ষণ,
নিদ্রিত আমার বক্ষে রাত্রি-জাগরণ!—

সেই তুমি পরজন্মে গৃহ-বাতায়নে—
আমি ক্লান্ত পান্থ এক পড়িব নয়নে;
সহসা সদয় হয়ে অতিথি-সৎকার
করিবে কি যেন ভেবে—কিবা চমৎকার!

বৃদ্ধ বিধি ভুলে' গেছে প্রেমের নিয়ম;
কর্ম্ম-বন্ধ? এ যে ঘোর অকর্ম্ম বিষম!

(২)

হরিনাম যে নিয়েছে মৃত্যু তারে নাকি
নাহি ধরে; যে করেছে সন্ন্যাস গ্রহণ
কর্ম্মক্ষয় লাগি'—সেও শাস্ত্রের শাসন,
বিধি ও নিষেধ যত সব দূরে রাখি'
বড়ই স্বাধীন মুক্ত, নিশ্চিন্ত, একাকী।
ভক্ত যেই তার তরে নিজে নারায়ণ
একে একে সব গ্রন্থি করেন মোচন,
জ্ঞানী আত্মবলে দেয় নিয়তিরে ফাঁকি।

আর সে প্রেমের যজ্ঞ—সেই হোমানল?—
গরলে অমৃত-পান জীবন-মন্থনে!
তাহে বুঝি মুক্তি নাই? মৃত্যু আছে তায়?
প্রেমে শুধু কর্ম্ম আছে, নাই কর্ম্মফল;
প্রেমে নাহি কোন ভেদ মুক্তি ও বন্ধনে;
সৃষ্টি প্রেমে,—ফলভোগ স্রষ্টার কোথায়?

• ৩ •

মুক্তি

তোমারে বেসেছি ভালো, সেই ভালোবাসা
কত জন্ম কত যুগ করিব সাধন;
কত ব্যথা, বিরহের অশ্রু অকারণ—
কত পাপ, কত তাপ, আশা ও নিরাশা!
তিল তিল করি' সেই প্রেম স্বার্থনাশা—
ঘুচা'বে সকল দ্বন্দ্ব, টুটিবে বাঁধন;
ভবজন্ম-কল্পবৃক্ষে শ্রীহরিচন্দন
ফুটিবে, সার্থক করি' অমৃত-পিপাসা!

আমি যবে তুমি হ'ব—সাধনার শেষ—
সেইবার হ'ব শুদ্ধ বুদ্ধ-অবতার,
ঘুচিবে প্রেমের তবে পাত্র-কাল-দেশ,
ঘুচিবে বিরহ-মোহ, বৃথা অহঙ্কার।

লভিব নির্ব্বাণ-মুক্তি ভাঙি' দীপাধার—
র'বে আলো, নাহি র'বে অনলের লেশ।

কবির প্রেম

ভালবাসি ভালবাসা — তোমারে ত' নয়!
তোমারে বাসিলে ভাল হইত অক্ষয়
জীবনের সুধাভাণ্ড, মৃত্যু স্মিতমুখে
মূর্ত্তিমান পুণ্য যেন পরাইত বুকে
বৈকুণ্ঠের কৌস্তুভ-রতন! — মিথ্যা নয়,
ধ্রুব সত্য — প্রেমই শুধু মরণে অজয়।
জানি তাহা, ভালবাসা ভালবাসি তাই, —
মনেরি মাধুরী সে যে—হৃদয়ে ত' নাই!

জন্মান্তরে আছে ভালবাসিবার আশা,
এ জীবনে গানে শুধু দিনু তারে ভাষা।
তুমি বুকে মাথা রেখে চাও মুখপানে —
সে চাহনি মোর চক্ষে শুধু স্বপ্ন আনে;
সেই স্বপ্ন, সেই সুখ—তাহারি দু'চারি
কুড়ায়ে রেখেছে কবি, প্রেমের পূজারী।



এক আশা

(১)

আমি একা। এ ধরার ধূলির আসরে
মিলিয়াছে কত কোটি! সারা দিনমান
ব্যাপ্ত করি' উদয়াস্ত, জন্ম-জয়গান
উৎসারিছে নিরবধি প্রাণপূর্ণ স্বরে!
হর্ষ-শোক, হিংসা-প্রেম—দ্বন্দ্ব-অবসরে
মহাকবি-বিরচিত চরিত মহান
মৃত্তিকার পৃথ্বীতল করি' স্পন্দমান
ফুটায় রোমাঞ্চ-রশ্মি নিশীথ-অম্বরে!

আমি হেথা অনাহূত অচেনা অতিথি,
কোথা হতে এই সূর্য্য-চন্দ্রাতপ-তলে
আসিনু কেমনে?—প্রাণের পাথেয়হীন,
চক্ষে শুধু স্বপ্ন, আর বক্ষে ভগ্ন-বীণ—
ভাবিতে লজ্জায় মরি! জীব-রঙ্গস্থলে
বিজনে ভ্রমিনু শুধু চারু চিত্রবীথি!

(২)

কিবা এই অভিশাপ! দুই মুঠি ভরি'
কিছুই ধরিতে নারি। সুস্থ দেহমাঝে
যে ব্যথা শোণিত-ছন্দে হৃদ্‌যন্ত্রে বাজে,—
সুপক্ক ফলের মত নখ-অগ্রে ধরি'
দশনে দংশিতে যারে একাকার করি
রসে-শাঁসে,—ধরণীর রসিক-সমাজে
সেই ব্যথা, সেই সুখ না লভিয়া, লাজে
সম্বরি' আপন দৈন্য যেতে হবে সরি'?

জানি, সত্য এ জগতে আর কিছু নহে,
সত্য শুধু প্রেম আর জীবন-পিপাসা—
সুখে-দুঃখে ভোগে-ত্যাগে আপনা-বিস্মৃতি।
যে চাহে বুঝিতে শুধু মরণের রীতি,
নাই প্রেম, আছে শুধু নিয়ম-জিজ্ঞাসা—
দেহী হয়ে সে যে বৃথা দেহভার বহে!

(৩)

তাই ভাবি, এ ধরার উদার অঙ্গনে
কি করিনু? চিরদিন একি হেলাফেলা!
দূর হতে হেরি' জন্ম-মরণের মেলা
মজিনু স্বপনে শুধু! এ বাহুবন্ধনে
বাঁধি নাই কোন জনে; ভেরীর নিঃস্বনে
ছুটি নাই খুলিয়া দুয়ার; সন্ধ্যাবেলা
একটি তারার পানে চাহিয়া একেলা
হারা-মুখ স্মরি নাই অশান্ত ক্রন্দনে।

সম্মুখে বহিয়া যায় মর্ত্ত্য-তরঙ্গিণী
আবর্ত্ত-অধীর, জন্ম-মৃত্যু দুই তট
ভাঙ্গিয়া গড়িছে পুন নূতনের গানে—
ভয়াতুর চেয়ে আছি সেই বারিপানে,
ভরিতে নারিনু মোর শত-ছিদ্র ঘট।—
সতী আত্মা?—হায়, সে যে ঘোর কলঙ্কিনী!

(৪)

ফুরায়ে আসিছে বেলা; অপরাহ্ণ-দিন—
ঝাউবন ছায়াভরা মর্মর আলোকে;
হেরিতেছি ক্লান্তকণ্ঠ পাখীর পালকে
আগামিনী যামিনীর আভাস মলিন।
উপোষিত আঁখিযুগে রূপরেখা ক্ষীণ—
জুড়ায় দিনের দাহ আমার ভূলোকে;
গেঁথেছিনু যেই গাথা প্রাণহীন শ্লোকে,
জীবনের বিপণিতে তাও মূল্যহীন!

আজ মনে পড়ে সেই প্রভাতের কথা—
বালারুণ-রশ্মিরাগ দেবদারু-শিরে,
পল্লবে প্রবালে পুষ্পে অযত্ন-সঞ্চয়
প্রাণের পুলক-মণি!—সে নিত্য-বিস্ময়
কখন হারায়ে গেছি! দিনান্ত-সমীরে
বনের মর্ম্মরে শুনি মনোরি বারতা!

(৫)

এমনি কাটিল বেলা। আমি ধরিত্রীর
ক্ষীণ-প্রাণ শীর্ণ শিশু,—বসি' একধারে
দুইটি ডাগর আঁখি ভরি' জলভারে
চেয়ে আছি, আশাহীন তৃষায় অধীর।
জননী দাঁড়ায়ে হোথা—স্তনস্রাবী ক্ষীর
পিয়িছে উল্লাসে মাতি' কাতারে কাতারে,
প্রবল দুরন্ত যারা; হাস্য-অশ্রুধারে
উথলে অবোধ প্রীতি, নয়ন মদির!

আমি শুধু চেয়ে আছি,—নারিনু ধরিতে
ধরণীর সুধাপাত্র। শুধু এক আশা!—
বঞ্চিত সন্তান তরে কিছু কি বাঁধিয়া
রাখে নি আঁচলে মাতা? সস্নেহে সাধিয়া
ধরিবে না মুঠি মোর—সর্ব্ব দুঃখনাশা
একটু প্রসাদকণা গোপনে ভরিতে?

(৬)

সে নহে যশের আশা!—কালের সাগরে
অম্বুমুখে ক্ষণবিম্ব বুদ্বুদ-বিলাস!
আমি চাই নিজ প্রাণে পূর্ণ-অভিলাষ—
হৃদিপুষ্প ভরি' যাবে পরাগে কেশরে।
জীবনের সর্ব্বশেষ পূর্ণিমা-বাসরে
বাতায়নে ধরা দিবে সারাটি আকাশ!
রবে না আড়াল কোথা,—সুবর্ণ-সংকাশ
নেহারিব পূর্ণশশী দিকে-দিগন্তরে!

শয়ন-শিয়রে মোর নিশি-কোজাগরী
দাঁড়াইবে চুপে চুপে—খুলিবে গুণ্ঠন
নিখিলের রূপলক্ষ্মী! নয়ন-গণ্ডূষে
সে লাবণ্য-সিন্ধু লব এককালে শুষে!
যে-অমৃত পিপাসায় করিনি লুণ্ঠন—
হেরিব, গোপন পাত্রে উঠিয়াছে ভরি'!

দীপান্বিতা

(কবি হেমচন্দ্র বাগচির 'দীপান্বিতা' কাব্যের উৎসর্গ-পত্র পাঠে)

যে নবীন বৈতালিক বাণীর নিকুঞ্জতলে বসি'
প্রভাত-কাকলি-গানে অরুণের করিছে বন্দনা,
তার কাণে অন্ধ-রাত্রি তারকার তিমির-মন্ত্রণা
কেমনে পাঠায়ে দিল! আয়ুহীন দশমীর শশী
যে নিশারে করেছে অনাথা, যার 'বিস্মরণী'-মসী
ঢাকিয়াছে সন্ধ্যামুখে রাগরক্ত লজ্জার লাঞ্ছনা,
হরিয়াছে অস্তাচল-শায়িনীর মূর্চ্ছার মূর্চ্ছনা—
আলোর জননী সে কি? নহে বন্ধ্যা ত্রিযামা-তাপসী?

যে ডাকিনী স্বপ্নঘোরে করিয়াছে মোরে গৃহহীন,
যার পিছে আঁখি মুদি' চলিয়াছি কাননে কান্তারে,
পিঠের তমিস্রা যার হেরি শুধু আগুল্‌ফ-লুণ্ঠিতা—
এলোকেশী নিশীথিনী!—তারি লাগি' আমি উদাসীন!
আমিও হেরি নি যাহা, তুমি কোন্ প্রীতি-উপহারে
হেরিলে সে মুখ তার? তব চক্ষে সে কি দীপান্বিতা!

যৌবন-যমুনা

(কোনও প্রীতিমুগ্ধ তরুণ-কবি-প্রেরিত প্রশস্তি-কবিতা পাঠে)

যৌবন-যমুনা-তীরে বাজিয়াছে মোহন মুরলী
কবিতা-কদম্ব-মূলে; তাই শুনি' আহিরিণী বালা—
জানে না সে কার লাগি'—গাঁথিয়াছে মালতীর মালা
আষাঢ়ের দিন-শেষে, হেরি' নভে নবঘনাবলী।
কোন্ সুরে কত মধু, আজও তায় নহে কুতূহলী--
কান চেয়ে প্রাণে সুখ—মনে হয় সবই সুধাঢালা!
উতলা পিরীতি তার! বৃষ্টি নামে, নিকুঞ্জ নিরালা—
কার গলে দিবে মালা? আঁখি তাই উঠে ছল-ছলি'।

হেনকালে কে পশিল দ্বার খুলি' সাঁজের আঁধারে—
অধরে গুমরে গীতি, প্রভাহীন নয়ন উদাস!
সেও বাঁশি শুনেছিল মায়াবিনী যমুনার পারে,
তারি মধুগন্ধ-স্মৃতি সুরভিছে প্রাণের নিশ্বাস!
নিমেষে চিনিল তারে, না জানিতে সব ইতিহাস
সঁপিল সাধের মালা, আর্দ্র করি' আঁখির আসারে।

• ৫ •

স্মর-গরল

এ নহে সে দ্রাক্ষারস, আসব শীতল—
যৌবন-যামিনীযোগে দোঁহে মুগ্ধ-প্রাণ
পিয়েছিনু এক-সুখে, একটি সে গান
গুঞ্জরি' স্খলিত-ভাষে, দুরাশা-চপল!
একদিন আছিল যা সফেন-তরল,
আজ সে যে নিরুচ্ছ্বাস! সে মধুর ঘ্রাণ
আছে কি না দেখ দেখি? পাত্র-শেষ পান—
তবু কি সহিবে কণ্ঠে এ স্মর-গরল?

গরল?—এ গ্লানি মিথ্যা জানি, তবু তারে
ঐ নামে আজো হায় বাসি যে মধুর!—
পিপাসার জ্বালা যত, বারি সে প্রচুর
অধর সরস করে নয়ন-আসারে!
সেই জ্বালা নিবে আসে দেহ-দীপাধারে—
আমি গাই, তুমি শোন তারি শেষ-সুর।



ফুল ও পাখী

(১)

বসন্তের ফুল, আর বসন্তের পাখী—
একটি সে ঝরে' যায় খর সূর্য্যতাপে,
দু'টি পৌর্ণমাসী শুধু শাখা-বৃন্তে যাপে
মধুর মাধবী-নিশা; বিস্ফারিয়া আঁখি
ক্ষণেক দাঁড়ায় কাল, তবু তারে ফাঁকি
দিতে নারে দু'দণ্ডের বেশি! প্রাণ কাঁপে
থরথরি'—রূপ-মধু-সৌরভের পাপে
লভে মৃত্যু, ধূলিতলে শীর্ণ তনু ঢাকি'!

ফুলের পেলব প্রাণ পলকে ফুরায়,
বর্ষসাথে আয়ুঃশেষ! সে যে শুধু রূপ-
ছায়া-আলোকের খেলা, বর্ণরেখা-স্তূপ
কুজ্ঝটি-অম্বরে! সে যে ফেনবিম্ব-প্রায়
সবুজ সায়রে ফুটি' তখনি মিলায়!
মধু-শেষে ভোলে তারে মানস-মধুপ।

(২)

বসন্তের পাখি, সে যে মৃত্যু নাহি জানে—
উড়ে যায় দেশান্তরে ঋতু অনুসরি';
সে জানে কালের ছন্দ—পক্ষ মুক্ত করি'
ধায় নব-জীবনের মাধুরী-সন্ধানে।
পুষ্পসম রহে না সে মৃত্তিকার ধ্যানে
মমতার বৃন্তবন্ধে আপনা সম্বরি';
রূপ নয়, দেহ নয়—ঊর্দ্ধাকাশ ভরি'
ভাবের অবাক-ধারা ঢালে গানে গানে।

গন্ধ আর বর্ণ যার প্রাণের পসরা,
মর্ম্মমূলে বহে শুধু মৃত্তিকার রস—
নিমেষে ফুরায় তার আয়ুর হরষ;
ধরার ধূলার ফাঁদে দেয় না যে ধরা—
দেশ-কাল নাই তার, নাই ফোটা-ঝরা,
অনন্ত বসন্ত তার—অনন্ত বরষ!

(৩)

সেইমত আমি কবি একদা হেথায়
ধরণীর ধূলিতলে বিছায়ে আপনা
রূপ-মধু-সৌরভের স্বপন-সাধনা
করিনু মাধবী-মাসে; ইন্দ্রিয়-গীতায়
রচিনু তনুর স্তুতি, প্রাণ-সবিতায়
অঞ্জলিয়া দিনু অর্ঘ্য—প্রীতি নির্ভাবনা,
নিষ্ফল ফুলের মত অচির-শোভনা
সুন্দরের কামনারে গাঁথি' কবিতায়।

বসন্তের পাখি নই—বসন্তের ফুল,
ফুটে' ঝরে' গেছি তাই নীরস নিদাঘে—
ক্ষণিকের হোলি-খেলা ফাগুনের ফাগে,
মরণের হাসি-ভরা জীবনের ভুল!
মোর কথা নিদ্রাভঙ্গে স্বপ্ন-সমতুল—
ডুবে গেছি বিস্মৃতির অতল তড়াগে।



স্বপ্ন-সঙ্গিনী

(১)

হে অপ্সরী! এক দিন ছন্দের টঙ্কারে
স্মর-ধনু ভঙ্গ করি', দেবগণে জিনি',
লভেছিনু ওই তব কর-বিলম্বিনী
স্বয়ম্বর-মালা; কি রহস্য কব কারে?—
স্বর্গ-নটী হ'লে বধূ! আকুল ঝঙ্কারে
সহসা উঠিল বাজি' চরণ-শিঞ্জিনী
না ফুরাতে সপ্তপদী কেন যে, বুঝি নি—
কার লাগি' পুষ্পাসব ভরিলে ভৃঙ্গারে!

আমার কামনা-ধূমে হয় নি ত' ম্লান
তোমার অলকশোভী মন্দার-মঞ্জরী,
তনু তব উঠে নাই আবেশে শিহরি'—
উচ্ছ্বাস-শিথিল নীবি, নিমীল নয়ান;
আমি যে তুহিন-নদে করেছিনু স্নান
সেবিতে ও রূপানল সারা বিভাবরী!

(২)

এই মোর অপরাধ?—পুষ্পাসব-পানে
ঘূর্ণিত আঁখিরে তব আমার পিপাসা
করে নি অরুণতর; সুপেলব নাসা,
স্ফুরিত সঘন-শ্বাসে ক্ষোভে অভিমানে—
পারে নি জাগাতে মোর উদাসীন প্রাণে
সুচির সন্তাপ; মঞ্জীরের মঞ্জু ভাষা
উতলা করেছে শুধু,—সর্ব্ব সুখ-আশা
অঞ্জলি ভরিয়া আমি ঢেলেছিনু গানে।

ভাল যদি লাগিবে না রূপের আরতি,
অনঙ্গের পরাভব—হায় গো অপ্সরা!
স্মর-ধনু-ভঙ্গ-পণে কেন স্বয়ম্বরা
হ'লে তুমি? রূপমুগ্ধ মর্ত্ত্যের সন্ততি,
জানো না কি, রতিপদে করে না প্রণতি?—
তাই শুধু ক্ষণতরে দিয়েছিলে ধরা!

(৩)

আদিকাল হ'তে সকরুণ সে কাহিনী
ফিরিয়াছে কবি-কণ্ঠে--স্বর্গের অপ্সরা
কবে কোন্ মর্ত্ত্যজনে দিয়েছিল ধরা
অন্ধ অনুরাগে! তার পর সে মোহিনী
যৌবন-নিশার সেই স্বপন-সঙ্গিনী,
সহসা ঊষার সাথে মিলাইল ত্বরা
অন্তরীক্ষে,—পুরূরবা সারা বসুন্ধরা
কাঁদিয়া খুঁজিছে তারে দিবস-যামিনী!

হায় নর! বৃথা আশা, বৃথা এ ক্রন্দন!
উর্ব্বশী চাহে না প্রেম—প্রেমের অধিক
চায় সে যে দৃপ্ত আয়ু, দুরন্ত যৌবন!
ফাগুনের শেষে তাই সে বসন্ত-পিক
পলায়েছে; মরু-পথে, হে মৃত্যু-পথিক,
কে রচিবে পুন সেই প্রফুল্ল নন্দন?



স্মরণ

সায়াহ্নে কুটীরতলে বসি' একাকিনী
গাঁথিতে বকুলমালা, আপনার মনে
কেহ কি গাহে না গীত—অতীত কাহিনী—
একদা যে প্রিয় ছিল তাহারি স্মরণে ?
সুখ চেয়ে স্মৃতি সে যে আরো সুমধুর,
বেদনা-সুরভি ! দিনশেষে সন্ধ্যা যথা,
ভোগশেষে উপভোগ,—হৃদি-ভরপুর
রাধিকার স্মৃতিময়ী শ্যামের মমতা !

তবু স্মৃতি স্বপ্ন আনে ভরিয়া নয়ন,
সেই সুরে বেজে ওঠে মনের মুরলী ;
করাঙ্গুলি চাহে পুনঃ করিতে চয়ন
সেদিনের ফোটা-ফুল—অশ্রু-মুক্তাবলী।
মনে হয়, বৃন্দাবনে বাজিছে বাঁশরী,—
নাই শুধু অভিজ্ঞান, সে গেছে পাসরি' !



নির্ব্বেদ

(১)

তুমি চলে' গেছ, তবু বসন্তে আজিও
বিরহ জাগে না আর; কুসুম-কুন্তলা
পুনর্ন্নবা বনবীথি করে না উতলা
সেদিনের মত। নয়নের এ পানীয়,
এত রঙ, এত রূপ পিও, পিও, পিও—
ভোরের কোকিল সাধে; ইঙ্গিত-কুশলা
মাধব-সখার জায়া জানে যত ছলা,
ব্যর্থ সবই—তৃষাহীনে কি করে অমিয়?

তুমি নাই, প্রাণে মোর পিপাসাও নাহি;
প্রিয়া নাই—প্রেম সেও গেছে তারি সাথে।
চাঁদ নাই জ্যোৎস্না আছে!—অন্ধ অমারাতে
বিরহ-বাতুল রহে স্বপ্নে অবগাহি'!
সে বিরহ নাই মোর, মৃত্যু-পথ বাহি'
চলে গেছি প্রিয়া যেথা—কি আছে আমাতে?

(২)

একদা এ মোর দিবা, এই রাতি মোর
পূর্ণ করি' ছিলে তুমি, হৃদয়-ঈশ্বরী!
জীবনে চাহি নি কিছু, সংসার-শর্ব্বরী
তব রূপ-স্বপ্নে আমি করেছিনু ভোর।
চরণে কণ্টক দলি,' অশ্রুবাষ্প-ঘোর
বিথারি' নিদাঘ-তাপে, গৃহ পরিহরি'
চলেছিনু কল্পবাসে—শুধু কণ্ঠে ধরি'
একখানি বাহুলতা, ফুল্ল ফুলডোর!

আজ ফুরায়েছে মোর সে পদ-চারণ।
শেষ না হইতে পথ, বালুর পাথারে
সহসা নূপুর তব গুঞ্জরিতে নারে—
কণ্ঠাশ্লেষ ত্যজিল কি বাহু সে কারণ?
জীবনের ঢালু-পথে বালুরে বারণ
কে করিবে? প্রেম তবু ছাড়িবে কি তারে!

(৩)

তবু ব্যর্থ নহে জানি এ মোর সাধন;
চঞ্চল চপল প্রিয়া চলে' গেল যদি,
সহিতে না পারি' মোর প্রেম নিরবধি,
সে নিতি অধর-রোধ, বাহুর বাঁধন,—
তবু সে যৌবন-যজ্ঞে তাপ উন্মাদন,
(এ শীর্ণ পল্বলে সেই উদ্বেল উদধি!)
সেই সোম মধুস্রবা—অমৃত-ওষধি—
ভুঞ্জেছি বিধির বিধি করিয়া শোধন!

একদা হরিনু তোমা যৌবনের রথে—
ক্ষয় করি' ক্ষুদ্র আয়ু রুদ্রবেগে তার;
চুম্বন করেছি লঙ্ঘি' মৃত্যুর প্রাকার
তব ওষ্ঠ বহ্নিময়, স্বপ্ন-অবসথে!
হোক্ দেহ ভস্ম-শেষ আজি হেন মতে—
কামের অন্ত্যেষ্টি-মন্ত্রে পূত সে অঙ্গার!

মরণ

জীবনের সব কক্ষ উচ্চ-নীচ-ক্রমে
ঘুরিয়া তোমার সঙ্গে শেষ কক্ষে দেখা;
আলাপ-বিলাপ শেষে চুপে চুপে একা
ভেটিব তোমারে, বন্ধু, সংজ্ঞা-অপগমে।
মুছিয়া লইতে যদি ভুলে যাই ভ্রমে
বিফল বাঞ্ছনা আর লাঞ্ছনার রেখা—
ললাটে নয়নে যাহা রহিয়াছে লেখা,
মুছে দিও জীবনের জ্বর-উপশমে।

হে মরণ, সংসারের লজ্জা-নিবারণ!
ক্লান্ত নট,—নাট্য-শেষ তুমি যবনিকা;
বৃন্দাবন-প্রান্ত-বাহী গভীর-গাহন
শীতল যমুনা তুমি, জুড়াবে রাধিকা।
তুমি সর্ব্বভয়ত্রাতা, অভয়শরণ!
তুমি আছ, তাই জন্ম নহে প্রহেলিকা।



যাত্রাশেষে

(১)

তুলিনু কত না ফুল পথে পথে; কভু সে কঠিন
নিঠুর পাথর পায়ে বারে বারে হানিল নিষেধ—
তবু ঊর্দ্ধে আলোকের উৎস হেরি' করি নাই খেদ;
ক্ষত পদ, নেত্রে তবু বুলায়েছি হর্ষে সারাদিন
হরিত শ্যামল নীল পীত শুভ্র লোহিত-রঙীন
ধরণীর অতুলন বরণ-বিথার! করি' ভেদ
বায়ুস্তর, পশিয়াছে কাণে মোর ধ্বনি অবিচ্ছেদ
আকাশ-কিনার হ'তে,—চলেছিনু তাই শ্রান্তিহীন।

যত চলি, মনে হয় একই পথ—আদি-অন্ত নাই.
নব-নব আনন্দের কত তীর্থে হইনু অতিথি!
তবু সে রাখি না মনে, একমুখে পার হয়ে' যাই
একটি আবেগে শুধু—মাঠ বাট নদী বন-বীথি!
পথ বাড়ে, বাড়ে বেলা—ছোট হয় ছায়ার আকৃতি,
বাহিরে আমিও চলি, প্রাণ তবু রহে এক ঠাঁই!

(২)

কত সন্ধ্যা কত ঊষা, কত সে মধ্যাহ্ন-দিবালোক
উদিল নিবিল, তবু করি নাই আঁধারের ভয়;
শুক্লা-নিশি, তমস্বিনী—উভয়ের গাহিয়াছি জয়,
মৃত্যু আর জীবনের রচিয়াছি একই মঞ্জু শ্লোক।
বালক, কিশোর, যুবা—দেহ-দশা যেমনই সে হোক—
এক স্বপ্ন, এক সুখ—এক দুখে সঁপিনু হৃদয়;
চাহিনি পিছনে কভু, সম্মুখের দূর-পরিচয়
নিবারিতে মেলি নাই মোর আধ-নিমীলিত চোখ।

বাহিয়া আসিনু পথ দূর হ'তে ভ্রমি' দূরান্তরে—
তবু সে আমারে ঘেরি' ছিল যেন একটি সে দেশ!
কত বর্ষ কত ঋতু ঘুরে গেছে কালচক্র 'পরে,
মোর আয়ু ব্যাপিয়াছে ভাব-স্থির একটি নিমেষ;
চোখে আছে সেই জল, সেই হাসি রয়েছে অধরে--
এ জীবন চিত্রবৎ—মূলে তার নাই গতি-লেশ!

(৩)

সহসা ফুরাল পথ, চমকিয়া হেরিনু সমুখে
বিরাট দিগন্ত-রোধী তমোময় কঠিন প্রাচীর—
অবকাশ নাহি কোথা, এক যেন ভিতর-বাহির,
থেমেছে জগৎ-যাত্রা স্তব্ধ-স্রোত মোহানার মুখে!
স্বপ্ন-সঞ্চরণ মাঝে যেন এ ললাট গেল ঠুকে
অচল পাষাণ-গাত্রে; পদনিম্নে গহ্বর গভীর
হেরিলাম মহাভয়ে!—বুঝিলাম, একটুক থির
ছিল না আমারি চলা, আঘাত বাজিল তাই বুকে।

আজ আমি থেমে গেছি, জগৎ থেমেছে মোর সাথে!
নাহি আর উদয়াস্ত, আলো-ছায়া, ঋতু-আবর্ত্তন;
থামিয়াছে কাল-চক্র—কেন্দ্র যার আছিল আমাতে,
নিজে ঘুরি' এক ঠাঁই ঘুরায়েছি যারে সারাক্ষণ;
কালের মুখোস খুলি' মহাকাল দাঁড়াল সাক্ষাতে,
আজ বুঝি—কার নাম গতি, আর অগতি কেমন!

• ৩ •

বিদায়

'আজ সখি, সাঙ্গ হ'ল আমাদের মিলন-বাসর;
বাদলের কৃষ্ণাতিথি, আর্দ্র বায়ু উঠিতেছে শ্বসি,'
লুকায় মেঘের আড়ে পলাতক শীর্ণ ম্লান শশী,
তোমারও কাঁপিছে হিয়া—ওই বুঝি কাঁপিছে বেসর।
চুরি ক'রে এসেছিনু, ভেটিবারে নাহি অবসর—
জান সে করুণ কথা, অয়ি মোর দুখের প্রেয়সী।
এবার সাজানু তোরে তাপসিনী ছন্দ-চতুর্দ্দশী,
বিনা-ফুলে বিনাইয়া দিনু তোর কুন্তল ধূসর!

যদি পুন দেখা হয় চন্দ্র-কান্ত চৈত্র-রজনীতে,
ফুলে ফুলে ভরি দিব ফাগে-রাঙা বাসন্তী-দুকূল,
গাব গান প্রাণ-ভরা, দুলি' দোঁহে স্বপ্ন-তরণীতে!
আজ জ্যোৎস্না ম্লান সখি, সুপ্ত অলি, মুদিত মুকুল -
ওই যে ডাকিছে পাখী সারারাত কাতর-সঙ্গীতে,
ওরি সুরে রয়ে গেল এবারের বাসনা ব্যাকুল!

• ৫ •

অন্তর-দাহ

(Stéphan Mallarmé)

আজ রাতে আসি নাই দেহ তব করিতে হরণ,—
পিশাচী! তোমার দেহে ত্রিলোকের পাপের লাঞ্ছনা! -
আজ আমি ওই তব মুক্ত-কেশ স্রস্ত করিব না
উত্তপ্ত চুম্বন-ঝড়ে; কর আজ মোরে বিতরণ
তোমার সে গাঢ় নিদ্রা, যার তলে হও বিস্মরণ
মুহূর্তে মনের গ্লানি—দুষ্কৃতির সকল শোচনা!
দাও মোরে সেই ঘুম, তুমি যার করেছ সাধনা—
সে মহা-বিস্মৃতি কেহ মরণেও করে না বরণ!

আমিও তোমারি মত কাম-রণে ক্লেদাক্ত বিজয়ী—
অসহ্য তাহার জ্বালা, কাল-চক্র নহে এত ক্রূর!
তবু তুমি পাপের সে বিষ-দন্তে নাহি কর ভয়.
হৃদয় পাষাণ তব, উদাসিনী পাপীয়সী অয়ি!
আমি হেরি স্বপ্নে—মোর মরা-মুখ, ভীষণ পাণ্ডুর!
একা ঘুমাইতে নারি—ঘুমাইলে পাছে মৃত্যু হয়!

প্রেমহীন

(Rupert Brooke)

বলেছিন, মিছা-কথা—"আমি তোমা বড় ভালবাসি"।
প্রবল সাগর-বন্যা বহে না যে রুদ্ধ হ্রদ-জলে!
সে দুরূহ দুঃখ সহে—দেব, কিম্বা মূঢ় মর্ত্ত্যবাসী
তোমা সম,—রুচি নাই সে নির্ম্মল মধু-হলাহলে।

প্রেমী উঠে ঊর্দ্ধ্বস্বর্গে—অতি-সুখে মূর্চ্ছিত চেতনা,
প্রেমী নামে রসাতলে—উল্কাসম অগ্নিবেগবান্!
আধ-আলো-অন্ধকার মধ্য-শূন্যে ভ্রমে কত জনা
কাঁদিয়া ছায়ার পিছে, নাহি জানে—এমনি অজ্ঞান—
ভালবাসে কিনা বাসে, বাসে যদি, কেবা সেই প্রিয়া—
কাব্যের মানসী-বধূ, কিম্বা কোন চিত্রিত পুত্তল,
অথবা তামসী-ভালে নিজ-মুখ হেরি' মুগ্ধ হিয়া!

বড় একা-একা থাকে, ভালবাসে ভালবাসা-ছল;
দুঃখ নাই, সুখও নাই—দিন কাটে মৃদু নিঃশ্বসিয়া;
আমিও তাদের দলে—প্রেম নাই, শুষ্ক হৃদিতল।



মনে রেখো

(Christina Rossetti)

আমারে রাখিও মনে—চলে যবে যাব সেইদেশে
যেথায় সকলি স্তব্ধ, নাহি কথা, নাহি গীত-গান!—
তখন ও-হাতখানি এ-হাতের পাবে না সন্ধান,
আমিও চলিতে গিয়ে থমকিয়া থামিব না হেসে।
এত যে মিলন-স্বপ্ন, সুখ-সাধ—সব যাবে ভেসে,
দিনে-দিনে গড়া যত বাসনার হবে অবসান;
যখন সকল ভয়-ভাবনার ঘুচিবে নিদান,
তখন আমারে শুধু মনে রেখো—কঠিন নহে সে।

তবু যদি ভুলে গিয়ে কিছুকাল, পরে পুনরায়
সহসা স্মরণ কর—চিত্তে যেন নাহি পাও ক্লেশ;
আমার এ দেহ যদি ততদিনে মাটি হ'য়ে যায়—
জেগে থাকে তারি মাঝে এতটুকু চেতনার লেশ,
জেনো তবে—ব্যথা যদি পাও সখা স্মরিয়া আমায়,
ভুলিয়াই ভালো থাকো—সেই মোর সুখ যে অশেষ!



মৃত্যুর প্রতি

(John Addington Symonds)

ওগো মৃত্যু, চিরনিদ্রা নাম তব!—বল, বল তবে,
নিস্তব্ধ সে পুরীমাঝে আর কি গো নাহি জাগরণ?
বড় ক্লান্ত শ্রান্ত যারা, করিবে না তাদেরে পীড়ন
স্বপনের চেড়ীদল—অঘোরে ঘুমায়ে র'ব সবে?
ঘুমাবে অন্তর-দাহ? বাহু রাখি' আঁখির পল্লবে
চিরসাথী ব্যথা-সতী ঘুমঘোরে রবে অচেতন?
তেয়াগি' কণ্টক-শয্যা স্মৃতি বুঝি করিবে শয়ন
সুকোমল বিছানায়—জাগিবে না কোন গীত-রবে?

বল, বল, মহাকাল! আরবার জিজ্ঞাসি তোমায়—
প্রেম-ও কি তোমার বুকে শিশুসম মৃদু নিঃশ্বসিবে?
ব্যর্থ-বাসনার জ্বালা জুড়াবে কি তোমার চুমায়—
অনির্ব্বাণ আশা-দীপ তোমার সকাশে যাবে নিবে'?
হায়, তুমি নিরুত্তর! শুধু ওই ললাট-ত্রিদিবে
কাঁপিছে তারার মালা—তোমারো যে দু'-আঁখি ঘুমায়!



মৃত্যুর পরে

(Rupert Brooke)

নয়নের মণিপদ্মে দৃষ্টি-মধু যবে নাহি রবে,
সব আলো নিবে যাবে, রুদ্ধ হবে চেতনা-তোরণ;
কর্ণে কোন কলকণ্ঠ পশিবে না—বসন্ত-উৎসবে
নৃত্যপরা যুবতীর সনূপুর চারু-বিচরণ;
যেথা হ'তে প্রকাশিল—সেই শূন্যে হবে অপলাপ
জলধনু, আর সে গোলাপ!—

সে অনন্ত কালে তবু রহে যেন একটুকু ঠাঁই
মেলিয়া ধরিতে মোর মৃদুগন্ধ স্মৃতি সব ক'টি—
নীলাকাশ, ফুল, গান, মুখগুলি যেন না হারাই!
বসিয়া গণিব সব ছুঁয়ে ছুঁয়ে উলটি'-পালটি',
মধুর ভাবনাভরে; যথা দীর্ঘ দীপ্ত দিনমান
শিশুদের খেলা হেরি', সন্ধ্যালোকে একেলা জননী
কর্ম্মক্লান্ত করদুটি গুটাইয়া, বিমুগ্ধ-নয়ান,
চেয়ে থাকে শিশুদের সুপ্তমুখে—আমিও তেমনি।



মহানিদ্রা

('When We are all Asleep'—Robert Buchanan)

ঘুমায়ে রহিব যবে মৃত্যু-ঘুমে যত নর-নারী,
বাল-বৃদ্ধ যুবা-শিশু—ফিরিয়া কি প্রভু সে সময়
সবাকার কানে-কানে মৃদুস্বরে সস্নেহে উচ্চারি'
কহিবেন—"জাগো"? হয়তো বা নারিবেন দয়াময়;
উদিবে তখনি মনে—জেগে উঠে' ওই চোখগুলি
মেলিবে যে আঁখিতারা স্ফটিক-কঠিন, আমি তায়
সহিব কেমনে! "ঘুমাইয়া ছিনু মোরা সব ভুলি'—
এ দয়া যে অসময়ে"!—যদি কাঁদে, কি বলিব হায়!

মনে হয়, হেরি সেই গাঢ় ঘুমে মহাশান্তিসুখ,
দয়াময় দয়া বুঝি করিবেন যত মৃতজনে;
মর্ম্মরিবে চিত্তে তাঁর এই কথা বুঝি সেইক্ষণে—
"বড় দুঃখী ছিল এরা ধরাধামে—অদৃষ্ট বিমুখ,
পরিশ্রান্ত পান্থ সব সহিয়াছে নিদারুণ দুখ,—
আহা থাক্ ঘুমাইয়া, কাজ নাই পুন-জাগরণে।"



বন্ধু

(Brother Death—Edward Dowden)

যেদিন আসিবে, বন্ধু, সঙ্গে লয়ে যেতে সেইদেশে
নাই যেথা দিবালোক, আছে শুধু তিমির তরল—
মধুর অধরপুটে করিও না প্রেমিকের ছল
গুঞ্জরি' অস্ফুট-ভাষে; আঁখিকোণে মৃদুহাসি হেসে
বাজায়ো না বাঁশিখানি—যেন মধু-মিলন-আবেশে;
অথবা ভয়াল বেশে করিও না পরাণ বিকল,
মেঘ-ঝড়ে অট্টহাসে পথখানি কোরো না পিছল—
তুমি যে আপন জন, হেন কাজ করিবে কি শেষে!

না, না, এসো! সকল চাতুরী-ছল দূরে পরিহরি'
তোমার স্বরূপ-রূপে, প্রাণসখা! শ্মশান-ঈশ্বর!
বাড়াও বাহুটি তব, তারি 'পরে করিয়া নির্ভর
হেরিব নীরব ওষ্ঠে অতিমৃদু হাসির লহরী!
নির্ভয়ে রাখিব মাথা তব স্কন্ধে—ঘনঘোর করি'
যেথায় অলক-নীল রচিয়াছে তিমির-নির্ঝর!



অন্ধকার

(Blanco White)

হে রজনী মায়াবিনী! যবে সেই প্রথম-প্রভাতে
তখনো হেরে নি তোমা—নাম শুনে' আদি নারী-নর
শিহরি' ওঠেনি ভয়ে?—ভাবি' এই দীপ্ত নীলাম্বর
এখনি মুছিয়া যাবে অন্তহীন তিমির-প্রপাতে!
অবশেষে, অকস্মাৎ অস্তরবি-কিরণ-পশ্চাতে
স্বচ্ছ হিম-জাল ভেদি' দেখা দিল কত নভ-চর
অন্তরীক্ষে—জ্যোতির জনতা সে কি নিস্তব্ধ সুন্দর!—
ভরি' শূন্য, সৃষ্টি যেন বিথারিল অসীম শোভাতে!

কে জানিত, দিবাকর! তব রশ্মি আছিল আবরি'
এ-হেন তামসী কান্তি! কে জানিত—যাহার প্রসাদে
ক্ষুদ্র কীট, তৃণাঙ্কুর ধরা দেয় আঁখিতে অবাধে—
সেই তুমি, দৃষ্টি হতে এত তারা নিতে পার হরি'!
তবে কেন মৃত্যু-ভয়—না হেরি' সে-রূপের মাধুরী!—
আলোক ছলিতে পারে, জীবনও কি জানে না চাতুরী?



বর্ণানুক্রমিকসূচী

প্রথম পংক্তি

